বুধবার, ১৩ আষাঢ় ১৪১৯; ২৭ জুন ২০১২; সন্ধ্যা ০৬:১২

আরাকানে মুসলিম নির্যাতন - ডঃ সাইফুল্লাহ কর্তৃক হাস্যকরভাবে জসীম উদ্দিন রাহমানীর জিহাদের আহবানের বিরোধিতা - লোনার নামক এক জিহাদ বিদ্বেষী ব্লগারের কর্মকান্ড - মন্তব্যে লা-জবাব হয়ে আমাকে ব্লক !!!

লিখেছেন তালিবুল ইলম ২৪ জুন ২০১২, রাত ১০:৩২

(মূল লেখাটি এখানে দেখুনঃ

http://www.sonarbangladesh.com/blog/taalibul_ilm2011/116057)

[লোনার এর পোষ্টটি আছে এখানেঃ

http://www.sonarbangladesh.com/blog/loner356/114960]

সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর যিনি বলেছেনঃ

যারা মুমিন, তারা বলেঃ একটি সূরা নাযিল হয় না কেন? অতঃপর যখন কোন দ্ব্যর্থহীন সূরা নাযিল হয় এবং তাতে জেহাদের উল্লেখ করা হয়, তখন যাদের অন্তরে রোগ আছে, আপনি তাদেরকে মৃত্যুভয়ে মূর্ছাপ্রাপ্ত মানুষের মত আপনার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখবেন। সুতরাং ধ্বংস তাদের জন্যে।

তাদের আনুগত্য ও মিষ্ট বাক্য জানা আছে। অতএব, জেহাদের সিদ্ধান্ত হলে যদি তারা আল্লাহর প্রতি পদত্ত অংগীকার পূর্ণ করে, তবে তাদের জন্যে তা মঙ্গলজনক হবে। (সূরা মুহাম্মদ, আয়াতঃ ২০-২১)

যিনি আরো বলেছেন,

তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না। (সূরা আল বাকারাহ, আয়াতঃ ২১৬)

যিনি আরো বলেছেন,

আর যখন কোন সূরা নাযিল হয় যে, তোমরা ঈমান আন আল্লাহর উপর, তাঁর রসূলের সাথে একাত্ন হয়ে জিহাদ করো; তখন তাদের সামর্থবান লোকেরা বিদায় কামনা করে এবং বলে আমাদের অব্যাহতি দিন, যাতে আমরা (নিস্ক্রিয়ভাবে) বসে থাকা লোকদের সাথে থেকে যেতে পারি। (সূরা আত্ তাওবা, আয়াতঃ ৮৬)

সালাত ও সালাম নাযিল হোক মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উপর যিনি বলেছেন,

জিহাদ কিয়ামাত পর্যন্ত চলবে এবং কিয়ামাত পর্যন্ত মুসলিমদের মধ্যে একটি দল আল্লাহর পথে জিহাদে রত থাকবে (মুসলিম, আহমাদ, ইবন হিব্বান)

যিনি আরো বলেছেনঃ

মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে যখন তাদের হৃদয় অনারবদের মতো হয়ে যাবে। জিজ্ঞেস করা হলোঃ অনারবদের হৃদয় কি রকম? তিনি বললনেঃ

দুনিয়ার প্রতি মোহ, বেদুইনদের মতো জীবন, সমস্ত ধন-সম্পদ পশুপালনে ব্যয়, আর তারা জিহাদকে বিপর্যয়ের কারণ মনে করে আর দানকে মনে করে ক্ষতি। (মোজমু আল জাওয়ায়িদ - ৩/৬৫, মুজাম আল কাবীর - ১৩/৩৬, সিলসিলা আস সাহীহা - ৩৩৫৭)

আরাকানের মুসলিম নির্যাতনের ঘটনায় মুফতী জসিম উদ্দিন রাহমানীর জিহাদের ডাক দিয়ে একটি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যা পাওয়া যাবে এখানেঃ http://jumuarkhutba.wordpress.com/

আরাকানের মুসলিম নির্যাতনের ব্যাপারে একবার টুঁ শব্দও করেন নি এমন **'এক জনৈক বিশ্বমানের আলিম'** ডঃ সাইফুল্লাহর সেই ফতোয়ার বিরোধিতা করে মাঠে নেমে গেলেন। দামী বাড়ীর দামী সোফায় বসে ভক্তদের মাধ্যমে একটি ভিডিও রেকর্ডিং করে কিছু আয়াত আর কিছু হাদিস শুনিয়ে, সেসব আয়াত ও হাদিস থেকে নিজে নিজে তাতক্ষণিক জিহাদের ফিকহ বের করে করে মুসলিম উম্মাহকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন, এখন জিহাদের সময় নয়, কারনঃ

- এই মুহূর্তে মুসলিম উম্মাহর একক কোন খলিফা নেই।
- মুসলিম উম্মাহ ২ : ১ শক্তিতে নেই।

(এই হাস্যকর ২ টি শর্তের আলোচনা আমরা মন্তব্য আকারে করেছি এবং আল্লাহর রহমতে এর অসারতা প্রমাণ করেছি)

সলফে সালেহীনদের মতামত ডঃ সাহেবের এই মনগড়া কথার পক্ষে আছে দেখাতে গিয়ে তিনি কয়েকজন ইমামের আ'ম উক্তিকে দলীল হিসেবে পেশ করলেন। **(সেটাও আমরা আল্লাহর ইচ্ছায় কমেন্টের মাধ্যমে প্রমাণ করেছি)**

আশ্চর্য !! মূল সমস্যা - **আরাকানের মুসলিম গণহত্যা ও নির্যাতনের ব্যাপারে যারা মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকে** তারাই আবার সেই মুসলিমদেরকে উদ্ধারের জন্য জিহাদের ডাক দেয়ায় যেন পাগল প্রায় হয়ে গেছে।

আসলে জিহাদ এমন এক ইবাদাত - যা হক্ব আর বাতিল আলাদা করে দেয়। অন্য সকল ইবাদাত দামী ফ্ল্যাটে থেকে করা গেলেও যে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর জন্য মাঠে নামতে হবে, টিভি টক শো'তে যে আর অংশগ্রহণ করে এই ইবাদাত করা যায় না। সবার কাছে ভালো থেকে, favorite থেকে যে এই ইবাদাত করা যাবে না !!

লোনার নামক এক জিহাদ বিদ্বেষী ব্লগারের ডঃ সাইফুল্লাহর সেই ভিডিও প্রচারণা করছিলেন তার ব্লগে, সেখানে আমরা দলীল প্রমাণ সহ তাদের সমস্ত twist ধরিয়ে দেয়ায় আমাকে সেই ব্লগে ব্লক করা হয়েছে। যাতে লোক সম্মুখে তাদের কারসাজি প্রকাশ না পেয়ে যায়। **লোনার এর পোষ্টটি আছে এখানেঃ**

রোহিঙ্গা সংকটে আমাদের করণীয়ঃ

http://www.sonarbangladesh.com/blog/loner356/114960

উল্লেখ্য স্বয়ং ডঃ সাইফুল্লাহ ও তার ভক্তরা জসিম উদ্দিন রাহমানীর নামে প্রচুর কটূ বাক্য ব্যবহার করলেও আমি যথাসম্ভব ভদ্র ভাবে উত্তর দেয়ার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু **সরকারী সালাফীদের** কি করুন অবস্থা !!!

দলীল দিয়ে আমার কথার উত্তর দেয়া যাবে না দেখে তাড়াতাড়ি ব্লক করে নিজের সম্মান বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন। আমি বলবোঃ এভাবে অনেক ব্লগার এর কাছে নিজের ঠাট বজায় রাখতে পারলেও আল্লাহর সামনে কি জবাব দিবেন, সেটা চিন্তা করে রাখেন। **জিহাদ বিদ্বেষ একটি বড় অসুখ যা এই ব্লগার সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাইছেন।**

আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা পুরো পেইজটি সেইভ করে রেখেছি ও pdf তৈরী করে রেখেছিলাম, যাতে সত্য গোপনকারী ও বিকৃত কারীদের হাত থেকে 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহকে' রক্ষা করা যায়। তাও সর্বশেষ ৪/৫ টি মন্তব্য হয়তো

হারিয়ে গেছে, আবার তৈরী করতে হবে। ঐ ব্লগে সকল কমেন্ট সহ pdf ফাইলটি পাবেন এখানেঃ http://www.sendspace.com/file/63zow9

এখন আবার আমাকে ব্লক করে সেই লোনার নামক জিহাদ বিদ্বেষী লিখেছেনঃ

@তালিবুল ইলম, আমার এই ব্লগে আমার স্বল্পকালীন অনুপস্থিতির অবকাশে, আপনি যেভাবে ২২টি মন্তব্যের বিশাল "শব্দ-সম্ভার" প্রকাশ করেছেন, সেটাকে **flooding** বললে কম বলা হবে, বরং "ল্যাদানো" বললেই সঠিক বলা হতো - যদিও ঐ অভিব্যক্তিটি একটা বিশেষ শ্রেণীর লোকদের জন্যই সংরক্ষিত জ্ঞান করা হয়। আমার ব্লগের ব্যক্তিগত পরিসরকে আমি, আপনার "তাকফিরী" ও "জ্বিহাদ জ্বিহাদ খেলা"র এজেন্ডার জন্য **wallpaper** হিসেবে ব্যবহার করতে দিতে পারি না বিধায় আপনার অনাহূত ২২ টি মন্তব্য মুছে দিয়েছি এবং আপনাকে আমার ব্লগে সাময়িকভাবে ব্লক করেছি! আপনার **mentor**-কে আমি ৮ বছর ধরে চিনলেও তাকে বা তার জর্ডানী কুরাইশী খলিফাকে কখনো 'আলেম বা অনুসরণীয় মানুষ মনে করি নি! আর, ইনশা'আল্লাহ্ আপনিও একদিন মনে করবেন না যখন, তারা যাকে "বাতিঘর" মনে করেন - "তাকফির ওয়া হিজরা"র সেই মুস্তফা শুকরীর মতই - তাদের জীবদ্দশায়ই তারা ভ্রান্ত ও মিথ্যা প্রমাণিত হবেন। কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে যাওয়া "জিহাদী পিকনিক ট্রিপ"-এ জিহাদ না হলেও বা একজন মিয়ানমারী শত্রুরও কেশ স্পর্শ না করা গেলেও - অনেক সরল-প্রাণ তরুণের জীবন নষ্ট করা যায় - যাদের অনেকেই একদিন হয়তো মুসলিম উম্মাহর সত্যিকার সম্পদ হতে পারতো! আশাকরি **reactive reptilian brain**-এর পরিবর্তে **proactive** মানবসুলভ **brain** ব্যবহার করে ব্যাপারগুলো গভীরভাবে ভেবে দেখবেন!

আমাদের দলীল ভিত্তিক কথাবার্তাকে যেভাবে **flooding,** ল্যাদানো বলতে

চেয়েছেন এই '**সালাফদের অনুসরণের দাবীদার বিশ্বমানের আলিমের ছাত্র** তাতে আসলে সেই বিশ্বমানের আলিমের পরিচয় ফুটে উঠে। এটাতে ব্যক্তি লোনারের দোষ দিয়ে লাভ কি? যেমনঃ উস্তাদ, তেমন তার ছাত্র - সেটাই স্বভাবিক। দুয়া করি যাতে ডঃ সাইফুল্লাহর সব ছাত্র এ রকম না হয়ে থাকেন।

কোন দলীলের উত্তর দিতে না পেরে এখন সরকারী সালফীদের পুরানো বুলি আপনার "**তাকফিরী**" ও "**জ্বিহাদ জ্বিহাদ খেলা**" **এজেন্ডার** ধরনের কথা ব্যবহার শুরু করেছেন। পাঠকরাই আমার কমেন্টস গুলো পড়ে দেখেন এটা কি এই জিহাদ বিদ্বেষী এর কথা মতো **তাকফিরী** কোন কথা কি না।

এরপর উনি দাবী করেছেন 'আমার মেন্টর' কে অনেকদিন থেকে চিনেন কিন্তু আলেম মনে করেন নি। তা তিনি করবেন কেন!! **তিনি শুধু যারা আল-সৌদের টাকায় মদীনা থেকে ব্রেইন ওয়াসড হয়ে এসে এয়ার কন্ডিশনের ভিতর বসে জিহাদ বিরোধী ফতোয়া দেয় তাদেরকেই আলিম মনে করেন।** এই উপমহাদেশে যারা বিভিন্ন মাদ্রাসা থেকে বের হয়, তারা যেহেতু সবাই সৌদি সালাফী ব্রেইন ওয়াসিং এ পড়েন না, তাই তারা আর আলিম নন !!! আলিম শুধু টিভিতে টক শো ওয়ালারা !! এদের ইলমের দৈন্যতা দেখে দুঃখ হয় যদিও তারা নিজেদেরকে পৃথিবীতে সবচেয়ে জ্ঞানীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন।

হাস্যকর জর্ডানী-কুরাইশী-খলিফা বলে যদি তিনি জামাতুল মুসলিমীন নামক তাকফির পন্থী দলকে বুঝিয়ে থাকেন তাহলে আমি বলবো **এই কথার মাধ্যমে তিনি তার twist ও মিথ্যার ডালিতে আরেকটি বড় মিথ্যা যোগ করেছেন।**

কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে যাওয়া "জিহাদী পিকনিক ট্রিপ" - জাতীয় কথার যাদু দিয়ে তিনি কিংবা তার গুরু বিশ্বমানের আলেম (যার ইলমের বাহার আমরা তার বক্তৃতায় ও লিখিৎ প্রশ্নের উত্তরে দেখেছি এবং যে সব হাস্যকর কথার উত্তর দেয়ায় লোনার আমাদেরকে ব্লক না করে পারেন নি) ডঃ

সাইফুল্লাহ জিহাদ নিয়ে শুধু বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারবেন। আর কিছু মানুষকে ভুল বুঝাতে সক্ষম হবেন। তাদের তো আমাদের কমেন্টস তাদের ব্লগে রাখার মতো সৎ সাহস নেই, আমরা মূল পয়েন্টে আসার আগেই ব্লক করে দিয়ে, এখন আবোল-তাবোল বকছেন।

তিনি আরো বলেছেনঃ **আশাকরি reactive reptilian brain-এর পরিবর্তে proactive মানবসুলভ brain ব্যবহার করে ব্যাপারগুলো গভীরভাবে ভেবে দেখবেন!**

আল্লাহ বলেছেন, তোমরা এমন কথা কেন বলো যা নিজেরা করো না। চরম reactive attitude দেখিয়ে আমাকে ব্লক করে আবার আমাকেই proactive হবার নাসীহাহ দিয়েছেন।

আরে বাবা, আপনার পুরো পোষ্টটাইতো reactive, আপনার মেন্টর ডঃ সাইফুল্লাহর ভিডিও রিলিজ টাও তো reactive. আগে দয়া করে নিজে ও নিজের মেন্টর মিলে আমাল করুন তারপর অন্তত অন্যকে উপদেশ দিন। আল্লাহ কারো হৃদয় জিহাদের ব্যাপারে বন্ধ করে রাখলে কার সাধ্য আছে তাকে বুঝাবে??

পাঠকদের সুবিধার জন্য আমাদের কিছু কমেন্টস নীচে দেয়া হলোঃ

১। আস্‌সালামু আলাইকুম ভাই লোনার।

আমি দ্বীনের প্রতি আপনার আন্তরিকতাকে ভুল বুঝতে চাচ্ছি না।

কিন্তু আপনি

আজকের এই দুঃসময়ে কিছু **self proclaimed** "আল্লামা", "শাইখুল হাদীস" ও "মুফতী"গণ তরুণ প্রাণদের অর্থহীন শূন্যতার দিকে ডাক দিচ্ছেন হ্যামেলিনের বংশীবাদকের মত। "

কিংবা

"আজ রোহিঙ্গা সংকটকে কেন্দ্র করে নতুন বংশীবাদকেরা নাকি তরুণ প্রাণদের জিহাদের ডাক দিচ্ছেন" -

কিংবা

এই তো সেদিন এসব আল্লামাদের পূর্বসূরীরা

কথাগুলো বলে আপনার এই পোষ্টে একজন আলিমের "**বিষাক্ত গোস্ত**" কি ভক্ষণ করেন নি? কারণ আপনার এই পোষ্টে একজন আলিমের ফতোয়ার বিরুদ্ধেই কথা বলা হয়েছে। তিনি হচ্ছেনঃ মুফতী জসীম উদ্দিন রাহমানী।

মদীনা ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করা আলিমদের জন্য যে সম্মান আপনি সবার কাছে কামনা করেন (যা কোন কোন কমেন্টে দেখলাম), সেই সম্মান কি এই দেশ থেকে কিংবা ভারতের কোন মাদ্রাসা থেকে পাস করা আলিমদেরকে আপনার দেয়া উচিত নয়?

আশা করি আমাকে ভুল বুঝবেন না। একজন মুসলিম ভাই হিসেবে, একজন আয়না হিসেবে আমি আপনাকে এই কথাটা মনে করিয়ে দিলাম।

মুফতী জসীম উদ্দিন যদি জিহাদের ডাক দিয়ে অদৌ কোন ভুল করে থাকেন (তিনি করেছেন কি না করেন নি, সেই প্রশ্ন আমি করছি না, সেটা পরে দেখা যাবে), সেটাও খুব বেশী হলে ফিকহের একটা ভুল হতে পারে।

কারো ফিকহী ভুলের কারণে উপরে কি উল্লেখিত এ রকম কথা তার ব্যাপারে একজন ভালো মুসলিম হিসেবে আমাদের বলা উচিত??

২। আপনি বলেছেনঃ

"আজ রোহিঙ্গা সংকটকে কেন্দ্র করে নতুন বংশীবাদকেরা নাকি তরুণ প্রাণদের জিহাদের ডাক দিচ্ছেন - এমন তরুণ প্রাণদের যারা হয়তো ভালো/শুদ্ধ করে সূরা ফাতিহাও পড়তে জানেন না - জ্বিহাদের জটিল ফিকহ তো বহু দূরের কথা!!"

আপনি কিভাবে জসীম উদ্দিন সাহেবের ছাত্র / উনার খুতবাহ যারা শুনে / যারা উনার ভক্ত তাদের ব্যাপারে এ রকম generalization করলেন?

এটা কি আপনার বেশী বেশী ধারণা অনুমান নয়? অথচ আল্লাহ আমাদেরকে বেশী বেশী ধারনা-অনুমান করতে নিষেধ করেছেন। নিশ্চয়ই বেশী বেশী ধারনা-অনুমান এক ধরনের মিথ্যা।

নাকি আপনার কাছে কোন প্রমাণ আছে ? থাকলে সেটা পেশ করুন।

জিহাদের জটিল ফিকহ জানা কি জিহাদে শরীক হবার একটি পূর্বশর্ত? এটা কি কোন সলফে-সালেহীন উল্লেখ করেছেন?

যদি কোন সালাফ সেটা উল্লেখ করে থাকেন, দয়া করে জানাবেন।

আর তা না হলে আপনি মুসলিম উম্মাহর উপরে জিহাদ এর জন্য অতিরিক্ত একটি শর্ত আরোপ করলেন।

৩। ড. মুহাম্মদ সাইফুল্লাহর এর এই ভিডিওটা কোথায় রেকর্ডিং হলো?

টিভির কোন অনুষ্ঠানে কিংবা জুমুয়ার কোন খুতবায় হয়েছে বলে তো মনে হলো না। দেখে অবশ্য কারো বাসা বলেই মনে হলো।

প্রশ্ন হলোঃ এই বিশেষ আলোচনা কাদের উদ্যোগে হলো? কারা নেপথ্যে থেকে এই আলোচনা তদারকি / রেকর্ডিং করলো?

এই প্রশ্ন এজন্য আসছে যে, যে আলোচনাকে refute করতে এই আলোচনাটি হলো, সেই মুফতী জসীম উদ্দিনের আলোচনা তো একটি মসজিদে হয়েছে। সেটা হচ্ছে বছিলা রোডে। বিস্তারিত ঠিকানা হচ্ছেঃ

Markajul Ulom Al-islamia

Metro Housing, Basilla Road,

Mohammadpur, Dhaka, Bangladesh

Phone: +8801712 14 28 43

+8801925 93 25 65

E-mail: markajululom@yahoo.com

info@markajululom.com

http://www.webnode.com

তার আলোচনাগুলি নিয়মিত তার সাইটে আপলোড হয়। দেখুন এই সাইটঃ

http://khutba.tk/

এখন প্রশ্ন হচ্ছে ঐ আলোচনার বিরোধিতা করে যে আলোচনা করা হলো সেটা কবে, কোথায় হয়েছে?

আর আগে কি এভাবে নিয়মিত ডঃ সাইফুল্লাহর আলোচনা রেকর্ড করে Facebook এ আপলোড হতো, যেভাবে জসিম উদ্দিনের আলোচনা তার সাইটে আপলোড হয়?

নাকি মুফতী জসীম উদ্দিনের আলোচনাকে refute করতে এতো আটশাট বেঁধে অনেকে মাঠে নেমেছেন?

আরেকটি প্রশ্ন হলোঃ

আরাকানের রোহিংগা মুসলিমদের উপর নির্যাতনের শুরু হবার পর ড. মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ কি নিজে থেকে এই আলোচনার আগে কোন আলোচনা রেখেছেন? যেখানে তিনি মুসলিম উম্মাহর জন্য কোন দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন।

সেখানকার নির্যাতিত মুসলিমদের জন্য মুসলিম উম্মাহর কি করণীয় এবং সরকারের কাছে তার আবেদন-নিবেদন কি এভাবে আগে পেশ করেছেন?

আর আপনারা কি সেই আলোচনা কিংবা আবেদনকে সবার কাছে পৌছে দেয়ার চেষ্টা করেছেন।

যদি করে থাকেন, ভালো।

যদি না করে থাকেন, তাহলে কি জসিম উদ্দিন রাহমানীর আলোচনার পর / ফতোয়া প্রদানের পর / জিহাদের ডাক দেয়ার পর সেটার বিরোধিতা করেই আরাকনে নির্যাতনের ব্যাপারে প্রথম তিনি মুখ খুললেন?

যদি এর আগে আরাকানের ব্যাপারে ডঃ সাইফুল্লার অন্য কোন আলোচনা থেকে থাকে তবে সেটা কোথায় কোথায় আপলোড করা আছে, Facebook

এর কোন কোন পেইজে আছে, দয়া করে জানাবেন।

৪/ @ মনপবনঃ

প্র্যাকটিকালি বলি, ধর ৭১ সালে পাকিরা আক্রমণ করছিল। মানুষ দেশ থেকে পালায় ভারতে গেছে, মিলিটারি ট্রেনিং নিছে তারপর দেশে এসে যুদ্ধ করছে। পুরা জিনিসটা ভারত থেকে প্রবাসী সরকার কো-অর্ডিনেট করছে। যুদ্ধ করার আগে তার পিছনে সবচে বড় জিনিসগুলার মধ্যে একটা হচ্ছে কো-অর্ডিনেশন। এই জন্য খলিফা/আমির ছাড়া কোন যুদ্ধ নাই - কারণ সেই যুদ্ধে জেতার কোন আশা নাই।

ভাই আপনি দেখি লজিক দিয়ে ফিকহ বের করা শুরু করেছেন। কোন সালফে-সালেহীন কি বলেছেনঃ খিলিফা / আমির ছাড়া কোন যুদ্ধ নেই?

৫। @ মনপবন,

"এখন আমরা প্র্যাকটিকালি চিন্তা করি, আবেগ না - আমরা কিভাবে যুদ্ধ করব? কে ট্রেনিং দিবে? কে অস্ত্র দিবে? কে ফ্রন্ট ঠিক করবে? কে যুদ্ধের সময়ের গোয়েন্দা তথ্য দিবে? কে বলে দিবে কখন কোথায় আক্রমণ করতে হবে? কে অপারেশন শেষ করে ফিরে আসার বন্দোবস্ত করবে? রাহমানি করবে। আচ্ছা ভাল কথা - কিন্তু সে নিজেও তো পালায় বেড়াচ্ছে তখন। যদি বাংলাদেশ সরকার জঙ্গি হিসেবে ধরে তাহলে সেটার দায়িত্ব কি নেবে? ভারতের যেমন সমর্থন ছিল ৭১ এ, বাংলাদেশ তো তেমন সমর্থন দিচ্ছে না রোহিঙ্গাদের।

একজন আলিমের ব্যাপারে কি এটাই আপনাদের কথা বলার ধরন??

৬। @ মনপবন,

"রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামদের সাহাবাদের ঈমানের জোশ আমাদের থেকে কম ছিল না। তাদের মিলিটারি ট্রেনিং ছোট বেলা থেকে নেয়া ছিল - তাও তারা হিজরত করছেন। আবিসিনিয়ায় করছেন, মদিনাতে করেছেন। আল্লাহর উপরে ভরসা একটা কথা - আর দুনিয়াতে বাস্তববাদী হওয়া আরেকটা কথা।"

তার মানে কি আপনি লজিক দিয়ে ফতোয়া দিয়ে দিচ্ছেন যে, এই যুগে আর আত্মরক্ষার হন্য জিহাদ করা উচিত নয়?

৭। @ মনপবন,

"জিহাদিরা হয়ত একটা অপারেশন করে পালায় যাবে - আর মুসলিমদের মেরে তামা তামা করে দিবে শয়তানরা"।

যে সব মুসলিম নিজের জীবন বাজি রেখে আল্লাহর পথে জিহাদ করতে চায়, তাদেরকে "জিহাদি" বলে হেয় প্রতিপন্ন করার মাধ্যমে কিন্তু আপনি জিহাদকেও হেয় করছেন, না বুঝেই।

আল্লাহর ঈমান ভংগকারী বিষয়ের আলোচনায় সালাফী আলিমদের ব্যাখ্যাও আরেকবার শুনে নিবেনঃ যারা আল্লাহর দ্বীনের কোন বিষয় নিয়ে হাসি-তামশা করে তাদের ব্যাপারে।

তাবুকের যুদ্ধে কিন্তু জিহাদে শরীক হওয়া কয়েকজনকে শুধু ব্যক্তি সাহাবীর ভুরি, কাপুরুষতা ইত্যাদি নিয়ে হাস্যরসের কারনে কুফরী করেছে বলে আল-কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।

আপনি (আপনার কাছে) অপ্রিয় কোন ব্যক্তিকে নিয়ে তামাশা করলেও শব্দ ব্যবহার করেছন কিন্তু জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। আর তাদের সাথে আপনার অন্য কোন শত্রুতা তো নেই, জায়গা-জমি নিয়ে মামলা নেই, তারা শুধু জিহাদ পছন্দ করে, জিহাদ করতে চায়, জিহাদ করতে বদ্ধ-পরিকর এ কারণেই তাদের বিরুদ্ধে আপনি এ রকম একটা শব্দ ব্যবহার করতে পেরেছেন।

আল্লাহর কাছে এই ব্যাপারে ফরিয়াদ জানানো থাকলো।

এ রকম শব্দের ব্যবহারের মাধ্যমে আপনি মুসলিম উম্মাহকে আরো বেশী জিহাদ-বিমূখ করছেন।

৮। (জানিনা শামিম ভাইকেও এই twsist কারীরা ব্যান করেছে কিনা !!)

শামিম লিখেছেন : ছাইড়া দেন ভাই। আমাদের এই ভাইয়েরা হলো আক্বীদা নিয়ে মানুষকে সেইরকম পেছনে লেগে থাকবে কিন্তু হুকুমাতের ব্যাপারে নিরব!! জিহাদের ব্যাপার আসলে ফতোয়া শুরু হয়ে যায় কিন্তু মুসলিম ভাইদের যখন নিধন করা হচ্ছে তখন মুখে কুলুপ এটে থাকে। রোহিঙ্গাদের মারা হচ্ছে এই নিয়ে আমাদের এই ভাইগুলোর কোন কথা কিন্তু শুনি নাই, কিন্তু যে ঈমাম ফতোয়া দিয়েছেন তার বিরুদ্ধে কিন্তু শুরু হয়ে গেছে!!! বাংলাদেশে যেদিন নিধন শুরু করবে সেদিন দেখবে না কে সালাফি, কে ওয়হাবি, কে জামায়াতি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ যারা পাঠ করেছে তাদের সবার বিরুদ্ধেই তলোয়ার চলবে!!

৯। জিহাদের উপরে মুফতী জসীম উদ্দিনের আলোচনা শুনুন নীচের লিংক থেকে আর উপরে দেয়া আছে ডঃ সাইফুল্লাহর আলোচনা।

http://www.sendspace.com/file/isai8y

জিহাদ বিষয়ে কার আলোচনার গভীরতা কতটুকু, কার আলোচনা আল-কোরয়ান, সুন্নাহ ও সালাফদের মতামতের অধিক নিকটবর্তী তা যাচাই এর ভার পাঠকদের উপর থাকলো !!

১০। কোন আলিম কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কতদিন পড়েছেন তা দিয়ে তার ইলম যাচাই করা যায় না।

ইলম যাচাই করা যায় না কারো ডক্টরেট ডিগ্রী দেখে।

ইলম যাচাই করা যায় না, কারো পাগরী, জুব্‌বা কিংবা আতরের কোয়ালিটি দেখে।

টিভিতে টক শো এর মাধ্যমে 'বুদ্ধিজীবি' যাচাই হলেও তা দিয়ে ইলম যাচাই হয় না।

বরং ইলম যাচাই হয় ইলম অনুযায়ী আমল ও তাক্বওয়ার মাধ্যমে।

১১। এক ব্লগারের প্রশ্নের উত্তরে ডঃ সাইফুল্লাহ বলেছেনঃ

মূলত, এই দৃঢ় প্রত্যয়কে সামনে রেখেই উম্মাহ'র একটি কঠিন মুহূর্তে যখন বিভিন্ন 'আলেম বিভিন্নভাবে পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত করছে, জিহাদের নামে যুব শক্তিকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবার অপচেষ্টা করছে, জ্ঞান ও ইলমের পথ থেকে তাদেরকে মাহরুম করে তথাকথিত জিহাদের ডাক দিয়ে উসকানীমূলকভাবে পথভ্রষ্ট ও প্রতারিত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে

সুবহানাল্লাহ !!!

এটাই কি ডঃ সাইফুল্লাহর কাছ থেকে জসীম উদ্দিন রাহমানীর প্রাপ্য। যদি ধরে নেই, জসীম উদ্দিন রাহমানী তার আলোচনায় কোন ভুলও করেছেন, তাহলেও তা হবে ফিকহের মাসয়ালায় একটি ভুল !!

কিন্তু ফিকহের মাসয়ালায় একটি ভুলের কারণে কি এক আলিম আরেক আলিমের বিরুদ্ধেঃ

বিভিন্ন 'আলেম বিভিন্নভাবে পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত করছে

কিংবা

যুব শক্তিকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবার অপচেষ্টা করছে

কিংবা

জ্ঞান ও ইলমের পথ থেকে তাদেরকে মাহরুম করে

কিংবা

তথাকথিত জিহাদের ডাক দিয়ে উসকানীমূলকভাবে পথভ্রষ্ট ও প্রতারিত

করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে

এ রকম কথা বলা শোভা পায়?? তাহলে মুসলিম জাতি ডঃ সাইফুল্লাহর কাছ থেকে কি শিখবে??

এ কারণেই কি ডঃ সাইফুল্লাহর ভক্তবৃন্দ এবং তার ক্লাসে যারা হাজির হোন (যেমন আমাদের লোনার সাহেব দাবী করেছেন) তাদের জিহবা অন্য আলিমদের ব্যাপারে এত কঠোর। যদিও তিনি **'আলিমদের গোস্ত খুব বিষাক্ত'** বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু নিজে তার উপর আমল করতে ভুলে গেছেন। কোন হাদিস, কোন উসুল, কোন ক্বওল মুখস্থ রাখা আর তা বাস্তবায়ন করা এক কথা নয়। ইলম এর উপর আমলের ব্যাপারে আমাদেরকে জবাব্দিহী করতে হবে।

ডঃ সাইফুল্লাহ ও তার অনুসারীবৃন্দ ফিকহের ভুলের কারণে একজন আলিমের বিরুদ্ধে যে কথাগুলো বললেন, তার কিয়দংশ কি এদেশে যারা শিরক ও কুফরীতে লিপ্ত, তাদের বিরুদ্ধে বলেছেন?

আমরা তো দেখলাম ভিডিওতে এদেশের সরকার, যারা নিজেরা আরাকানের নির্যাতিত মুসলিমদেরকে এদেশে আসতে দিচ্ছে না, বরং সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে নির্দেশ দিচ্ছে 'পুশ ব্যাক' করার জন্য, তাদেরকে অনেক বিনয় করে আবেদন জানাচ্ছেন। অথচ সেই একই ব্যক্তির মুখ থেকে একজন আলিম, যে আরাকানের মুসলিমদের জন্য কাজ করতে চায়, তাদেরকে সাহায্য করতে চায়, তার কোন ফিকহী ভুল (সেটা আমরা এখনো যাচাই করিনি, ধরে নিচ্ছি ডঃ সাইফুল্লাহর দাবী সত্য) এর কারনে কি কঠোর, কি কর্কশ আচরণ !!!

এদেশের শিরক-বিদয়াত-কুফিরের ধ্বজাধারীদের বিরোধিতা করে কি ডঃ সাইফুল্লাহ এ রকম কোন Message from Dr Saifullah পাঠিয়েছেন?

আর জ্ঞান ও ইলমের পথ থেকে তাদেরকে মাহরুম করে

এই কথার ব্যাপারে বলা যায়, জসীম উদ্দিন রাহমানীর উপর এটা ডঃ সাইফুল্লার একটি মিথ্যা আপবাদ হলো। তিনি কিভাবে জানলেন, যে জসীম উদ্দিন রাহমানী জ্ঞান ও ইলমের পথ থেকে তাদেরকে মাহরুম করে সবাইকে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে ??

তার খুতবা সাইটে আমরা দেখি যে, সব বিষয়ে তিনি আলোচনা রেখেছেন। এমন না যে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি শুধু জিহাদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। অরং এদেশে শিরক ও কুফরের বিরুদ্ধে তাকে আমরা একটি বলিষ্ট কণ্ঠস্বর হিসেবে দেখতে পাই।

যদিও একশ্রেণির আলিম শিরকের আলোচনায় শুধু তাবিজ, মাজার ইত্যাদি ব্যক্তিগত পর্যায়ের শিরক আলোচনা করেই ক্ষান্ত থাকেন কিন্তু জসীম উদ্দিন রাহমানী রাস্ট্রীয় পর্যায়ের শিরকের বিরুদ্ধেও সোচ্ছার থাকেন। প্রচলিত বিভিন্ন বিদয়াতকে তিনি কঠোর ভাবে বিরোধিতা করেছেন।

১২। এক ব্লগারের প্রশ্নের উত্তরে ডঃ সাইফুল্লাহ আরো বলেছেনঃ

নিঃসন্দেহে একথা সত্য যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা জিহাদ ফরজ করেছেন। মুসলিম উম্মাহ'র স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় হচ্ছে জিহাদ, এর ব্যাপারে উম্মাহ'র পক্ষ থেকে ক্ষমতা, বিধান বাস্তবায়ন ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেয়ার একমাত্র দায়িত্ব খলিফা, শাসক বা রাষ্ট্রপ্রধানের - যাকে কোন কোন পরিভাষায় আমীরও বলা যেতে পারে। তবে এর জন্যে শর্ত হচ্ছে মুসলিম উম্মাহ তার ইমারত বা খিলাফতের ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌছাতে হবে অথবা উম্মাহ'র উপর তার খিলাফতের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

প্রথমেই দেখা যাচ্ছে, ডঃ সাইফুল্লাহ generalization করেছেন। তিনি

আমভাবে জিহাদের জন্য বায়াতপ্রাপ্ত খলিফার সিদ্ধান্তের শর্ত আরোপ করেছেন এবং এ ব্যাপারে সুন্নাহপন্থী আলেমদের কেউ দ্বিমত পোষণ করেছেন বলে আমার জানা নেই।

অথচ প্রতিরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্বক জিহাদের ক্ষেত্রে বাইয়াহ প্রাপ্ত খলিফা এর সিদ্ধান্ত, অনুমতি, নির্দেশের জন্য বেশীরভাগ আলিমই দুই ধরনের জিহাদের ক্ষেত্রে দুইটি অবস্থা উল্লেখ করেছেন।

আহলে সুন্নাহ ও জামায়াহ এর মূলনীতি হলোঃ যে কোন ব্যাপারে বিস্তারিত বা গভীরে যাওয়া। আমরা ডঃ সাইফুল্লাহকে আহলুল বিদয়াহ বলবো না কিন্তু এতটুকু বলবো তিনি হয়তো স্বল্প সময়ে তার সবটুকু কথা বলতে পারেন নি কিংবা তিনি পর্যাপ্ত প্রিপারেশন নিয়ে এই উত্তরটি পাঠান নি।

বরং শাসক ও খলিফার অনুমতির ব্যাপারে তার উচিত ছিলোঃ প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ ও আক্রমণাত্মক জিহাদ এই দুই ভাগে আলোচনা করা। কারণ এখানে তিনি অন্য এক আলিমের ফতোয়ার বিরোধিতা করে কথা বলছেন। এখানে শর্টকাট কোন কথা বলার সুযোগ নেই।

যদিও তার - **এ ব্যাপারে সুন্নাহপন্থী আলেমদের কেউ দ্বিমত পোষণ করেছেন বলে আমার জানা নেই।** - কথাটি আমাদেরকে বেশ চিন্তায় ফেলে দেয়। তিনি অদৌ এই ব্যাপারে বিস্তারিত জানেন কিনা, সে প্রশ্ন জাগিয়ে তুলে।

আমরা উপরের কিছু কমেন্টে দেখেছি সমসাময়িক কালের সালাফী আলিমদের মধ্যে শাইখ উসাইমিন (রঃ) কিংবা শাইখ মুনাজ্জিদ সুস্পষ্টভাবে প্রতিরক্ষা মূলক জিহাদে শাসকের অনুমতি দরকার নেই বলে উল্লেখ করেছেন। আমরা আশা করি ডঃ সাইফুল্লাহ তার শিক্ষক সমতুল্য শাইখ উসাইমিনকে কিংবা শাইখ মুনাজ্জিদকে অন্তত সুন্নাহপন্থী বলে মনে করেন।

এ ব্যাপারে হয়তো, সমসাময়িক প্রায় সব আলিমের একই রকম মতামত

পাওয়া যাবে কিন্তু আমরা দেখার চেষ্টা করবো সেই প্রজন্ম এর কাছ থেকে যাদের অনুসরণ করার দাবী অনেকে করেন কিন্তু জিহাদের প্রশ্নে সেই প্রজন্ম কি বলেছেন, কি করেছেন - সেটা কেন জানি তারা উল্লেখ করতে অনীহা বোধ করেন। অর্থাৎ সলফে সালেহীনদের মতামত।

বরং অধিকাংশ সময় এ সব ভাইরা জিহাদের প্রশ্নে কেবল সমসাময়িক কিছু সৌদি আলিমের বক্তব্য উপস্থাপন করেই খালাস !!

؟ إمام هناك يـ كن لـ م إذا الـ بغاة قـ تال يـ جوز : لـ لـ قا ضي لـ وقـ يـ
الـ بغي لـ مـ نع قـ تالـ هم لـ ه أبـ يح إنـ ما الإمـ ام لأ ن ، نـ عم : فـ قال
. إمام بـ دون موجود وهـ ذا ، والـ ظـ لم
(الـ بغي أهل قـ تال بـ اب - الـ حدود كـ تاب - مـ فـ لح لابـ ن الـ فروع)

অর্থাৎ "আল-কাজীকে জিজ্ঞাসা করা হলো, **"ইমামের অনুপস্থিতিতে কি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে?" তিনি বললেন, "হ্যা, কারণ ইমামের জন্য যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে যাতে বিদ্রোহীদের বিদ্রোহ ও জুলুম বন্ধ হয়, আর এটা ইমামের অনুপস্থিতিতেও মওজুদ থাকে।"** (আল ফুরু'য়, ইবনে মুফলিহ (রঃ) - ১১/৩০৬ পৃষ্টা)

ইবনে মুফলিহ কি সুন্নাহপন্থী আলিম নন??

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রঃ) বলেন, **"যদি তারা নিজের ও নিজের সন্তানদের ব্যাপারে ভীত হয়, তবে শাসকের অনুমতি ছাড়া জিহাদ করলে কোন অসুবিধা নাই। কিন্তু যদি তারা ভীত না হয়, তবে তাদের এক্ষেত্রে জিহাদ করা উচিত নয়।** (মোসাইল ইমাম আহমাদ)

ইমাম আহমাদকে তো ইমামু আহলিল সুন্নাহ বলা হয়। তার কথাকেও কি ডঃ সাইফুল্লাহ অগ্রাহ্য করলেন??

ইমাম আওযায়ী (রঃ) [চার মাজহাবের ইমামদের সমসাময়িক একজন বড় ফকীহ] বলেছেনঃ "শুধুমাত্র বেতন প্রাপ্ত সৈনিকদের জন্য ইমামের অনুমতি প্রয়োজন"।

ইমাম রামলি (রঃ) [তিনি শাফেয়ী মাজহাবের একজন বড় ইমাম] বলেছেনঃ **"ইমাম অথবা তার স্থলাভিষিক্ত এর অনুমতি ছাড়া কোন অভিযানে অংশ গ্রহণ করা মাকরুহ। তাও আবার ৩ টি ক্ষেত্র ছাড়াঃ**

ক) যদি অনুমতির কারণে জিহাদের লক্ষ্য নষ্ট হয়ে যায়।
খ) ইমাম যদি কারণ ছাড়া (অথবা ভুল কারণে) অভিযান বন্ধ করে দেয়।
গ) কেউ যদি চিন্তা করে অনুমতি নিতে গেলে কর্তৃপক্ষ অন্যায়ভাবে তাকে প্রত্যাখ্যান করবে।

এগুলোতে বালকিনী(রঃ) একমত পোষণ করেছেন। (দেখুনঃ নিহায়াত আল মাহতাফ ৮/৬০ পৃষ্টা)

আল্লাহু আকবার !! সলফে সালেহীনরা ইমামের অনুমতির প্রশ্নে অনেক বিস্তারিত আলোচনা করেছেন যদিও ডঃ সাইফুল্লাহ আমাদের বর্তমান খিলাফাহ বিহীন অবস্থায় ইমামের অনুমতির ব্যাপারটি কিভাবে বাস্তবায়ন হবে, তা উল্লেখ করেন নি। **আমরা কি শেখ হাসিনা / খালেদা জিয়া কিংবা সৌদি বাদশা আব্দুল্লাহ এর অনুমতি / নির্দেশের অপেক্ষা করবো? তারা তো কেউই বাইয়াহ প্রাপ্ত ইমাম / আমীর নন?**
যদিও ইমাম রমলি (রঃ) ইমামের অনুমতি ছাড়া জিহাদকে মাকরুহ বলেছেনঃ তাও ৩ টি কারণের একটি থাকলে সেটা মাকরুহও হবে না। আমাদের তো অবস্থা হচ্ছেঃ

- আমাদের বাইয়াহ প্রাপ্ত কোন খলিফা / ইমাম নেই। তাই ইমামের নির্দেশ / অনুমতির প্রশ্নই আসছে না। বরং বর্তমান ইমাম / খলিফা বিহীন অবস্থায় মুসলিম উম্মাহর তথা বাংলাদেশের মুসলিমদের কি করণিয় সেটা বিস্তারিত

আলোচনা করাই ডঃ সাইফুল্লাহর মতো যোগ্য, বিশ্ব মানের আলিমের জন্য উত্তম ছিলো।

(আর 'খলিফা / ইমামের অনুমতি ছাড়া জিহাদ ঠিক নয়' ধরনের আ'ম কিছু কথা বার বার উল্লেখ না করে বরং বর্তমান খিলিফা বিহীন অবস্থায় আরো অনুমতি লাগবে কিনা, সেটা আলোচনা করাই ছিলো বেশী বাস্তবধর্মী আলোচনা। কিন্তু দুর্ভাগ্য এত বিজ্ঞ একজন আলিমের কাছ থেকেও আমরা বাস্তব পরিস্থিতির আলোকে কোন কথা পেলাম না।)

- আমাদের শাসকরা তো জিহাদের বিরোধী, তাদের কাছ থেকে অনুমতির কারণে জিহাদের লক্ষ্য নষ্ট হয়ে যায়। বরং এ ধরনের শিরকে-কুফরে লিপ্ত শাসকের কাছ থেকে অনুমতি নিতে যাওয়া একটা হাস্যকর কৌতুক হতো বৈকি!!!

- আমাদের শাসকরা কারণ ছাড়া (অথবা ভুল কারণে) অভিযান বন্ধ করে রেখেছে। বরং তারা ইসলামী শাসন প্রতিষ্টার / জিহাদের সবচেয়ে বড় বিরোধিতাকারী। এ ব্যাপারটিও ডঃ সাইফুল্লাহ তার বাস্তবতা বিবর্জিত 'শাসকের / আমীরের অনুমতির নেয়ার' আলোচনায় আনেন নি।

- কেউ যদি চিন্তা করে অনুমতি নিতে গেলে কর্তৃপক্ষ অন্যায়ভাবে তাকে প্রত্যাখ্যান করবে। এই কারণও আমাদের কাছে বিদ্যমান।

কলেরব বড় হবে দেখে আমি সলফে সালেহীনদের অন্যান্য উক্তি এখানে আনলাম না। দেখা যাচ্ছে বর্তমান সময়ের অনেক আলিম এবং সলফে সালেহীনদের অনেকে প্রতিরক্ষা মূলক জিহাদের ক্ষেত্রে ইমামের অনুনতির প্রয়োজন নেই বলে উল্লেখ করেছেন। অথচ বিজ্ঞ ডঃ সাইফুল্লাহ সুস্পষ্ট ভাবে একাধিকবার বলেছেনঃ

এ ব্যাপারে সুন্নাহপন্থী আলেমদের কেউ দ্বিমত পোষণ করেছেন বলে আমার

জানা নেই।

আল্লাহ আমাদেরকে সবাইকে সত্য বুঝতে সাহায্য করুন। আমীন।

১৩। এক ব্লগারের প্রশ্নের লিখিত উত্তরে ডঃ সাইফুল্লাহ আরো বলেছেনঃ

মুসলিম উম্মাহ’র স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় হচ্ছে জিহাদ, ... তবে এর জন্যে শর্ত হচ্ছে মুসলিম উম্মাহ তার ইমারত বা খিলাফতের ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌছাতে হবে অথবা উম্মাহ’র উপর তার খিলাফতের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

দেখা যাচ্ছে, আ'ম ভাবে জিহাদের (প্রতিরক্ষা মূলক এবং আক্রমণাত্মক জিহাদে) জন্য মুসলিম উম্মাহর ঐক্যমতের এক বাইয়াহ প্রাপ্ত খলিফার উপস্থিতি, নির্দেশনা এ সিদ্ধান্তকে ডঃ সাইফুল্লাহ জিহাদের আরেকটি অনুসংগ কিংবা শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

ছুবাহানাল্লাহ !!! আল্লাহ সকল ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত।

জিহাদের জন্য এমন কঠিন শর্ত ইসলামের ইতিহাসে আর কোন আলিম করেছেন কিনা জানি না। **লোনার ভাই, জানলে আমাদেরকে জানিয়ে দিবেন, সলফে সালেহীনদের আর কে কে এ রকম একটি কঠিন শর্ত আরোপ করেছেন।**

বরং ইতিহাসে আমরা দেখিঃ

ক্রুসেড ও তাতারীদের আক্রমণের সময় বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন আমীরের নেতৃত্বে জিহাদ হয়েছে। তখন কোন ঐক্যমতের খলিফা ছিলেন না। বরং

হালাব এলাকায় (বর্তমান সিরিয়ায়) একজন আমীর ছিলেন, দামেস্কে একজন আমীর ছিলেন, মিশরে একজন আমীর ছিলেন।

কোন একজন আলিম এই কথা বলেন নি যে, ঐ বিশৃংখল পরিস্থিতিতে জিহাদের হুকুম রহিত হয়ে যায়, বরং তা হচ্ছে ফিতনাহ !! সেই পুরো সময় জুড়ে কি মুসলিম উম্মাহতে কোন সুন্নাহপন্থী আলিম ছিলেন না??

বরং আমরা দেখি ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ), ইবনুল কায়্যিম (রঃ) কিংবা ইবনে কাসীর (রঃ) মতো শ্রেষ্ট আলিমগণ তখন উপস্থিত ছিলেন, বরং ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) সহ অনেকে নিজে সে সব জিহাদে শরীক হয়েছেন !!!

তাহলে কি তারা জিহাদের শর্ত ব্যাতীত জিহাদ করেছেন (!) নাকি তারা সুন্নাহপন্থী ছিলেন না???

বরং আমরা দেখি , যখন হজরত আলী (রাঃ) এবং হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ) যখন উভয়েই খিলাফতের দায়িত্ব ২ টি আলাদা এলাকায় দাবী করেছিলেন, কে সঠিক ছিলেন সে আলোচনায় আমরা যাচ্ছি না, কোন আলিম কি সেই সময়ে সংগঠিত জিহাদগুলোকে অবৈধ জিহাদ কিংবা ফিতনা বলেছেন?

নাকি সে সময় রোম কিংবা পারস্য আক্রমণ করলে সকল সাহাবীরা নিজ নিজ ঘরে বসে এই ফতোয়া দিতেন যে, এখন জিহাদ বৈধ হবে না কারণ একজন আমীর / খলিফার শর্ত এখন উপস্থিত নেই ?? (কারণ তখন ২ জন ছিলেন খলিফার দাবীদার)

আল্লাহ আমাদেরকে সত্য বুঝার তৌফিক দিন।

উপরের কমেন্টস গুলো যথেষ্ট এটা প্রমাণ করার জন্য যে, নূন্যতম মতবিরোধ

সহ্য করার যাদের সামর্থ নেই, যারা সলফে সালেহীনদের অনুসরণের একচ্ছত্র দাবীদার, তাদেরকে সলফে সালেহীনদের কওল দিয়ে ভুল ধরিয়ে দেয়ায় কিভাবে তাদের আসল চেহারা '**ফেইক সালাফী**' রুপ বের হয়ে এসেছে।

পাঠকরাই আমার কমেন্টগুলো দেখে বিচার করেন, যে আমি কি ভুল / সীমা অতিক্রম করে কোন কমেন্ট করেছি যে জন্য আমাকে ব্লক করা হলো। কেউ সত্যকে twist করবে আর আমরা মুখ বুঁজে দেখে যাবো, মুসলিম হিসেবে এটা আমাদের কাম্য নয়।

এই রকম জিহাদ বিদ্বেষী ও twist কারী সালাফী নামধারীদেরকে সবাই বয়কট করুন যারা মন্তব্যের জবাব দেয়ার মতো সৎ সাহস রাখে না।

আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত দান করুন।

বিষয়শ্রেণী: বিবিধ
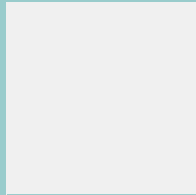
শেয়ার করুনঃ

পাঠকের মন্তব্য:

মন্তব্যের জবাব দিতে সমস্যা হলে এখানে ক্লিক করুন এবং নতুন পাতায় মন্তব্য লিখুন

১

২৫ জুন ২০১২; সকাল ১০:৫৩

তালিবুল ইলম লিখেছেন : মন্তব্য ১৪

এক ব্লগারের প্রশ্নের লিখিত উত্তরে ডঃ সাইফুল্লাহ আরো বলেছেনঃ

উপরোক্ত হাদীসগুলোর আলোকে শাইখুল ইসলাম (ইবন তাইমিয়্যা) রহিমাহুল্লাহ একথা স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন যে, জিহাদ, ন্যায়-বিচার, ইক্বামাতুল হজ্জ, ইক্বামাতুল জুমআহ, ইক্বামাতুল ঈদ, মজলুমকে সাহায্য করা, ফৌজদারী দন্ডবিধি কার্যকর করা ইত্যাদি সবকিছুর জন্য শর্ত হচ্ছে ইমারত এবং মুসলিমদের শক্তি ও সামর্থ্য থাকা। এই দুটি শর্তের একটি শর্ত না থাকলে সেখানে জিহাদ কায়েম হবে না, দন্ডবিধি কার্যকর হবে না ইত্যাদি। সেক্ষেত্রে মুসলিমগণ নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী মুসলিম উম্মাহ'র বড়ধরণের বিপর্যয় এড়িয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া(রঃ) এর এই উক্তিটি একটি আম উক্তি। এই আ'ম উক্তিকে ডঃ সাইফুল্লাহর মতো **বিজ্ঞ ও বিশ্ব বিখ্যাত** আলিম কিভাবে জিহাদ আদ্ দিফায়ীর এক খাছ পরিস্থিতিতে (প্রতিরক্ষামূলক জিহাদে খলিফার অনুপস্থিতিতে) ফিট করে দিলেন, তা দেখে আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না।

অথচ একই ক্বওল শাইখ সালিহ আল মুনাজ্জিদও উল্লেখ করেছেন কিন্তু সেই ক্বওলকে তিনি প্রতিরক্ষা মূলক জিহাদের ক্ষেত্রে খাছ করেন নি।

এছাড়াও ইমাম আহমাদ (রঃ) সহ অন্যান্য সালাফদের বক্তব্য থেকেও এটা প্রমাণিত হয় যে, ইবনে তাইমিয়ার এই কথাটা আ'ম একটি কথা।

তাই আমরা আশা করিঃ তাড়াহুড়া করে কিংবা আবেগ তাড়িত হয়ে ডঃ সাইফুল্লাহ এভাবে আম'কে খাছ হিসেবে ফিট করে দিয়ে সাধারণ মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করবেন না।

২

২৫ জুন ২০১২; সকাল ১০:৫৫

তালিবুল ইলম লিখেছেন : মন্তব্য ১৫

এক ব্লগারের প্রশ্নের লিখিত উত্তরে ডঃ সাইফুল্লাহ আরো বলেছেনঃ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আয়াতের শেষ অংশে এই বলে ইংগিত দিয়েছেন - "নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সাহায্যদানে সক্ষম"। এই আয়াতের মাধ্যমে এই কথা নিশ্চিত হয়েছে যে, তাদেরকে অনুমতি দেয়া হলেও আল্লাহর সাহায্যের জন্যে তাদেরকে অবশ্যই অপেক্ষা করতে হবে। আর সে সাহায্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই অনুমোদনের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে দূর্বল ও নির্যাতিত জনগোষ্ঠীকে করেছিলেন।

অথচ একই আয়াতের তাফসীরে ইমাম আত্ তাবারী (রঃ) বলেছেনঃ

يقول جل ثناؤه: (وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ) وإن الله على نصر المؤمنين الذين يقاتلون في سبيل الله لقادر، وقد نصرهم فأعزهم ورفعهم وأهلك عدوهم وأذلهم بأيديهم.
القول في تأويل قوله تعالى : { الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (40) }

অর্থাৎ আল্লাহ বলেছেন, ‘নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দানে সক্ষম’। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ সব মুমিনদেরকে বিজয় দানে সক্ষম যারা তাঁর পথে যুদ্ধ করে। এবং তিনি তাদেরকে বিজয় দিয়েছেন, তাদেরকে ইজ্জত দিয়েছেন, তাদের সম্মানকে উচ্চ করেছেন এবং তাদের হাত দিয়ে তাদের শত্রুদেরকে ধ্বংশ করে দিয়েছেন, লাঞ্চিত করেছেন। এই কথাটি হচ্ছে আল্লাহর ঐ কথার ব্যাখ্যা যেখানে তিনি বলেছেনঃ ‘যাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে বহিস্কার করা হয়েছে শুধু এই অপরাধে যে, তারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ। আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে (খ্রীষ্টানদের) নির্ঝন গির্জা, এবাদত খানা, (ইহুদীদের) উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, যেগুলাতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহর সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী শক্তিধর’। (সুরা আল হজ্জ্ব, আয়াত ৪০)

ইবনে কাসীর (রঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেনঃ

وقوله: { وإن الله على نصرهم لقدير } أي: هو قادر على نصر
عباده المؤمنين من غير قتال، ولكن هو يريد من عباده أن
يبلوا جهدهم في طاعته، كما قال: { فإذا لقيتم الذين
كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما
منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله
لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا
في سبيل الله فلن يضل أعمالهم

অর্থাৎ, যুদ্ধ ছাড়াও আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম। কিন্তু আল্লাহ চাচ্ছেন এই যে, তার বান্দাদেরকে পরীক্ষা করতে যে কারা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের মাধ্যমে তার আনুগত্য করে ঠিক যেভাবে আল্লাহ বলেছেনঃ 'অতঃপর যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের গর্দানে মার, অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাভূত কর তখন তাদেরকে শক্ত করে বেঁধে ফেল। অতঃপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, না হয় তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ লও। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে যে পর্যন্ত না শত্রুপক্ষ অস্ত্র সমর্পণ করবে! একথা শুনলে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের কতককে কতকের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়, আল্লাহ কখনই তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না'। (সুরাহ মুহাম্মদ, আয়াতঃ ৪)

দেখা যাচ্ছে তাফসীর আত তাবারী ও তাফসীর ইবনে কাসীরে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে, আল্লাহ সাহায্য করতে সক্ষম কিন্তু তিনি চান আমাদেরকে পরীক্ষা করতে আমাদের মধ্যে কারা তাঁর রাস্তায় জিহাদ করে এবং আল্লাহ মুমিনদের হাত দিয়ে কাফিরদেরকে পরাস্থ করতে চান।

একদিকে দেখা যাচ্ছে, যুগশ্রেষ্ট তাফসীরকারকরা বলছেন এই কথা আর অন্যদিকে ডঃ সাইফুল্লাহ যে অভিনব তাফসীর করেছেন, যে 'আল্লাহ সাহায্য করতে সক্ষম' কথার দ্বারা বুঝানো হয়েছে 'তাদেরকে অনুমতি দেয়া হলেও আল্লাহর সাহায্যের জন্যে তাদেরকে অবশ্যই অপেক্ষা করতে হবে', তা তিনি কোথায় পেয়েছেন??

নাকি তিনি নিজে এই আয়াতের নতুন কোন তাফসীর করেছেন?

একই সাথে তিনি এই আয়াতের আলোচনায় বলেছেনঃ ‘তবে জুলুমের কারণে মজলুম গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে শক্তি সামর্থ্য ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকলে জিহাদ করার অনুমোদন এ আয়াতের মাধ্যমে স্পষ্ট বুঝা যায়’।

মজলুম গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে শক্তি সামর্থ্য ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকলে জিহাদ করার অনুমোদন দেয়া হয়েছে – এই অতিরিক্ত শর্ত সহ কথা তিনি কোন তাফসীরে পেলেন?

এই নতুন নেতৃত্ব থাকার শর্ত কোন কোন সলফে সালেহীন তাফসীর কারক উল্লেখ করেছেন?

নাকি এটাও ডঃ সাইফুল্লাহর নিজ হস্তে কৃত তাফসীর?

মজলুম গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে থাকলে তো তারা আল্লাহর কাছে একজন ওলী ও সাহায্যকারী পাঠাতে দুয়া করতো না বরং নিজেরাই শক্তি দিয়ে চেষ্টা করতো !! আর যদি তাদের জিহাদের শক্তি সামর্থ্য ও নেতৃত্ব থাকতো, তবে তারা মুস্তাদ্‌ইয়াফিন হয় কিভাবে ??

আসলে তাড়াহুড়া করে আবেগ তাড়িত হয়ে কথা বলতে গিয়ে ডঃ সাইফুল্লাহ কি বলছেন, টা তিনি নিজেও খেয়াল রাখতে পারেন নি। অথবা ভিডিও আয়োজকরা তাকে প্রস্তুতির জন্য পর্যাপ্ত সময় দেন নি এজন্যই তিনি এ রকম মনগড়া তাফসীর একাধিকবার উল্লেখ করেছেন।

৩

796615

২৫ জুন ২০১২; সকাল ১০:৫৮

তালিবুল ইলম লিখেছেন : কমেন্ট ১৬

এক ব্লগারের মনগড়া একটি কথাকে সাপোর্ট দিয়ে ডঃ সাইফুল্লাহ আরো বলেছেন,

জিহাদ অবশ্যই ফরজ হলে এদেশের সমস্ত উলামা একমত হয়ে জিহাদ ফরজ হয়েছে এই মর্মে ফতোয়া দিতেন এবং আলেমগণ এ বিষয়ে

আলোচনা-পর্যালোচনা করে উম্মাহর জন্যে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা তুলে ধরতেন। সেক্ষেত্রে 'আলেমদের ঐকমত্যের মাধ্যমে উম্মাহ সমৃদ্ধ পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা লাভ করতে পারত। যেহেতু উলামায়ে কিরাম একাজ করেন নি, এটাই স্পষ্ট প্রমাণ করে যে জিহাদ যে অর্থে ফরজ হওয়ার দাবী করা হয়েছে বা হচ্ছে, সত্যি তা ফরজ হয়নি এবং বিচ্ছিন্ন জিহাদে আহবানকারী ব্যক্তি মানুষদেরকে ধ্বংসের দিকে আহবান করছেন। বরং এতে এমন উসকানী রয়েছে যা মুসলিম উম্মাহ'র জন্য বড় ধরণের বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে, যাতে উম্মাহ'র সামান্যতম কোন কল্যাণ নেই।

যেহেতু উলামায়ে কিরাম একাজ করেন নি, এটাই স্পষ্ট প্রমাণ করে যে জিহাদ যে অর্থে ফরজ হওয়ার দাবী করা হয়েছে বা হচ্ছে, সত্যি তা ফরজ হয়নি।

সুবহানাল্লাহ !!

আমরা আজকে সলফে সালেহীনদের অনুসারীদের মুখে কি সব কথা শুনছি !!

কবে থেকে সকল আলিম-উলামা এক হয়ে ফতোয়া দেয়াকে জিহাদ ফরজ হবার চিহ্ন / কারিনা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে??

কবে থেকে জিহাদে শরীক হবার জন্য এলাকার সকল আলিম উলামার ঐক্যবদ্ধ ফতোয়া কিংবা দিকনির্দেশনাকে শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে??

ডঃ সাইফুল্লাহর মতো একজন বিজ্ঞ আলিম যে এ রকম দলীল বিহীন কথা বলছেন সেটা দেখে আমরা আশ্চর্য না হয়ে পারি না।

রাসুল (সাঃ) এর যুগেও একদল লোক জিহাদ বিমুখ ছিলো। এ ব্যাপারে আল্লাহ নিজে অনেক আয়াত নাযিল করেছেন। সেগুলি উল্লেখ করে কলেরব বৃদ্ধি করছি না।

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার(রঃ) যুগেও একদল আলিম জিহাদের বিরোধিতা করেছে, এর বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়েছে।

সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর(রঃ) যুগেও একদল আলিম সেই সময় জিহাদকে পাগলামী বলে আখ্যায়িত করেছে, এর বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়েছে।

কোন যুগেই আলিমরা কি জিহাদের ফরজ হবার চিহ্ন হিসেবে সকল আলিমদের ঐক্যবদ্ধ ফতোয়াকে গ্রহণ করেছেন??

কিভাবে সেটা হবে অথচ আল্লাহ বলেছেন, **"আল্লাহ তোমাদের জন্য ক্বিতাল ফরজ করেছেন অথচ তোমরা তা অপছন্দ করো'।**

একদল লোকের কাছে সব সময়ই জিহাদ অপছন্দনীয় ছিলো, থাকবে। তারা সরাসরি জিহাদকে তো অস্বীকার করতে পারবে না, কিন্তু বিভিন্ন নিত্য-নতুন শর্ত দিয়ে তারা নিজেকে জিহাদে শরীক হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখবে আর উম্মাহকে বিভ্রান্ত করবে।

খন্দকের যুদ্ধ থেকে ফিরত আসার সময় কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন উবাই এরও কিছু যুক্তি ছিলো জিহাদে শরীক না হবার। সালাউদ্দিন আইয়ুবীর যুগেও এক শ্রেণির আলিমদের ফতোয়ায় জিহাদের বিপক্ষে অনেক যুক্তি ছিলো।

কিন্তু এসব যুক্তি, ফন্দী-ফিকির ছিলো কোনভাবে নিজে জিহাদে শরীক না হবার কথা ঢেকে রাখা। পরবর্তীতে আল্লাহ তাদের স্বরুপ উন্মোচন করে দিয়েছেন।

৪

২৫ জুন ২০১২; সকাল ১১:০১

তালিবুল ইলম লিখেছেন : কমেন্ট ১৭

এক ব্লগারের প্রশ্নের লিখিত উত্তরে ডঃ সাইফুল্লাহ আরো বলেছেনঃ

বিচ্ছিন্ন জিহাদে আহবানকারী ব্যক্তি মানুষদেরকে ধ্বংসের দিকে আহবান করছেন। বরং এতে এমন উসকানী রয়েছে যা মুসলিম উম্মাহ'র জন্য বড় ধরণের বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে, যাতে উম্মাহ'র সামান্যতম কোন কল্যাণ নেই।

ঠিক যেভাবে কোন প্রকার দলীল প্রমাণ ছাড়া ডঃ সাইফুল্লাহ বলেছেনঃ ‘জিহাদে আহবানকারী ব্যক্তি মানুষদেরকে ধ্বংসের দিকে আহবান করছেন। বরং এতে এমন উসকানী রয়েছে যা মুসলিম উম্মাহ’র জন্য বড় ধরণের বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে’

আমরা দলীল প্রমাণ দেয়ার পর বলছি, **ডঃ সাইফুল্লাহর এসব কথা বাতিল**।

তার এসব কথা দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়। তিনি মনগড়া কথা বলেছেন। সলফে সালেহীনরা তার মতো জিহাদের জন্য ‘এক খলিফা থাকার’ কোন আজব শর্তের কথা উল্লেখ করেন নি।

বরং তিনি জিহাদের বিরোধিতা করে জুলুমকারীদেরকে সাহায্য করেছেন। তার এই আজব বক্তব্যে ইসলাম ও মুসলিমদের কোন লাভ হবে না বরং তা ইসলামের শত্রুদেরকে, কাফিরদেরকে, ক্রুসেডারদেরকে লাভবান করবে।

তিনি জিহাদের দিকে আহবানকে **‘ধ্বংশের দিকে আহবান’** বলে, **‘উসকানী’** বলে আসলে জিহাদকেই অবহেলা করেছেন অথচ রাসুল (সাঃ) বলেছেন, ততক্ষণ আল্লাহ এই লাঞ্চনা-বিপর্যয় তুলে নিবেন না, যতক্ষণ তোমরা তোমাদের দ্বীনে ফেরত না যাও, অর্থাৎ জিহাদে ফেরত না যাও’।

আর তার ভাষায় এই ‘ধ্বংশের দিকে আহবান’(!!) ও ‘উসকানী’ (!!) দিতে আল্লাহ নিজে তাঁর রাসুল (সাঃ) কে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেছেনঃ

[illegible] عَلَى [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] يَا

অর্থাৎ, **‘হে নবী আপনি মুমিনদেরকে ক্বিতালের জন্য উৎসাহিত করুন’।**

আল্লাহ ডঃ সাইফুল্লাহকে ক্ষমা করুন, তিনি তাড়াহুড়া করে ও আবেগের বর্শবর্তী হয়ে জিহাদের দিকে আহবানকে ‘উসকানী’ ও ধ্বংশের দিকে আহবান বলে অভিহিত করেছেন। তার মতো একজন বিজ্ঞ ও বিশ্বমানের আলিমের কাছে এই ধরনের আবেগী কথাবার্তা উম্মাহ আশা করে না।

৫

২৫ জুন ২০১২; সকাল ১১:০৪

তালিবুল ইলম লিখেছেন : কমেন্ট ১৮

এই লিংক এর ব্যাপারে কমেন্টঃ
http://www.islam-qa.com/en/ref/69746/Jihad%20without%20Imam

In the answer to question no. 20214 there is a discussion of the rulings on jihad and types of jihad. It says that jihad may be an individual obligation (fard 'ayn) if the enemy attacks the Muslims, and in that case fighting them becomes an obligation on every Muslim, and **the permission of the ruler is not required in that case.**

আপনার লিংক এ দেখা যাচ্ছে islamqa এর শাইখ সালিহ আল মুনাজ্জিদ বলছেন, জিহাদ যখন ফরজে আইন হয় তখন শাসকের অনুমতি লাগবেন না।

এদিকে ডঃ সাইফুল্লাহ বলেছেন, সুন্নাহর অনুসারী কোন আলিমের এই ব্যাপারে দ্বিমত নেই।

হলে কি 'সালিহ আল মুনাজ্জিদ' উনার দৃষ্টিতে সুন্নাহর উপরে নেই???

৬

796627

২৫ জুন ২০১২; সকাল ১১:০৬

তালিবুল ইলম লিখেছেন : কমেন্ট ১৯

এই লিংক এর ব্যাপারে কমেন্টঃ
http://www.islam-qa.com/en/ref/69746/Jihad%20without%20Imam

As for jihad that is aimed at conquest and calling the kuffaar to Islam, and fighting those who refuse to submit to the rule of Allaah, the permission of the ruler is essential in this case, thus things will be controlled.

দেখা যাচ্ছে আক্রমণাত্বক জিহাদের ক্ষেত্রে শাইখ সালেহ আল মুনাজ্জিদ শাসকের অনুমতি ফরজ বলেছেন।

কিন্তু ডঃ সাইফুল্লাহর আলোচনায় শাসকের অনুমতির ব্যাপারে আক্রমণাত্বক / প্রতিরক্ষা মূলক জিহাদের ভাগ করে আলোচনা শুনতে

পেলাম না।

মনে হয়, তিনি পর্যাপ্ত প্রিপারেশন নেয়ার সময় পান নি। তাড়াহুড়া করে রেকর্ডিং করা হয়েছে।

লোনার ভাইকে বলবো - ডঃ সাইফুল্লাহর কাছ থেকে এই প্রশ্নের উত্তর ও জেনে আমাদেরকে জানাবেন।

৭

796631

২৫ জুন ২০১২; সকাল ১১:০৯

তালিবুল ইলম লিখেছেন : কমেন্ট ২০

এই লিংক এর ব্যাপারে কমেন্টঃ
http://www.islam-qa.com/en/ref/69746/Jihad%20without%20Imam

এমনকি শাইখ উসাইমিন (রঃ) ও একই কথা বলেছেনঃ

Shaykh Muhammad ibn 'Uthaymeen (may Allaah have mercy on him) said:

"So it is not permissible for anyone to fight without the permission of the imam, except in the case of defence."

জানি না, যে সকল বিশ্ব-বরেণ্য আলিমদের সান্নিধ্যে থেকে জ্ঞান অর্জনের জন্য ডঃ সাইফুল্লাহ আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেছেন, আর তিনি নিজেকে ধন্য মনে করছেন সে সকল আলিমরা বলছেন, **প্রতিরক্ষা মূলক জিহাদে শাসকের অনুমতি প্রয়োজন নেই আর তিনি ঢালাওভাবে সকল জিহাদকে, বিশেষতঃ আলোচ্য আরাকানের মুসলিমদের রক্ষায় প্রতিরক্ষা মূলক জিহাদের ক্ষেত্রে শাসকের অনুমতির একটা অতিরিক্ত শর্ত জুড়ে দিয়েছেন।**

আমার জানতে ইচ্ছে করে, জিহাদের উপরে কি মদীনা ইউনিভার্সিটিতে আলাদা কোন তালিম, দরস দেয়া হয় কি না? হলেও কতটুকু?

৮

796636

২৫ জুন ২০১২; সকাল ১১:১০

তালিবুল ইলম লিখেছেন : কমেন্ট ২১

এই লিংক এর ব্যাপারে কমেন্টঃ
http://www.islam-qa.com/en/ref/69746/Jihad%20without%20Imam

লোনার ভাই কর্তৃক সংগৃহিত ডঃ সাইফুল্লাহর জবাবে বলা হয়েছেঃ

"উপরোক্ত হাদীসগুলোর আলোকে শাইখুল ইসলাম (ইবন তাইমিয়্যা) রহিমাহুল্লাহ একথা স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন যে, জিহাদ, ন্যায়-বিচার, ইক্বামাতুল হজ্জ, ইক্বামাতুল জুমআহ, ইক্বামাতুল ঈদ, মজলুমকে সাহায্য করা, ফৌজদারী দন্ডবিধি কার্যকর করা ইত্যাদি সবকিছুর জন্য শর্ত হচ্ছে ইমারত এবং মুসলিমদের শক্তি ও সামর্থ্য থাকা। এই দুটি শর্তের একটি শর্ত না থাকলে সেখানে জিহাদ কায়েম হবে না, দন্ডবিধি কার্যকর হবে না ইত্যাদি। "

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার এই উক্তিটি আবার শাইখ সালিহ আল মুনাজ্জিদ উল্লেখ করেছেন। অথচ তার concusion ডঃ সাইফুল্লাহ থেকে আলাদা।

দেখা যাচ্ছে, ডঃ সালিহ আল মুনাজ্জিদ ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) এর এই উক্তিকে আক্রমণাত্বক জিহাদের ক্ষেত্রে বুঝেছেন।

আর ডঃ সাইফুল্লাহ ভুল করে ইবনে তাইমিয়া (রঃ) এর এই উক্তিকে আম ভাবে নিয়ে বিপত্তি ঘটিয়েছেন।

শাইখ সালিহ আল মুনাজ্জিদ ডঃ সাইফুল্লাহ এর চেয়ে কম বুঝেন, কম জানেন বলে মনে হয় না।

৯

796735

২৫ জুন ২০১২; দুপুর ১২:৩৯

আতিফা (ইরান থেকে) লিখেছেন : ভালো লিখেছেন।

২৬ জুন ২০১২; দুপুর ১২:০৮

790075

তালিবুল ইলম লিখেছেন : আপনাকে অনেক

ধন্যবাদ।

১০

796938

২৫ জুন ২০১২; দুপুর ০৩:৪২

মোহাম্মদ আইয়ুব আলী লিখেছেন : বিশাল বড় গবেষণা। জাজাকাল্লাহ খায়ের। প্রিয়তে রাখলাম মন দিয়ে পড়তে হবে।
ধন্যবাদ।

২৬ জুন ২০১২; দুপুর ১২:০৯

790078

তালিবুল ইলম লিখেছেন : জাযাকাল্লাহু খাইরান।

আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে তার পছন্দনীয় পথে রাখেন।

১১

797724

২৬ জুন ২০১২; দুপুর ১২:১২

তালিবুল ইলম লিখেছেন : কমেন্ট ২২

এক ব্লগারের প্রশ্নের লিখিত উত্তরে ডঃ সাইফুল্লাহ আরো বলেছেনঃ

তাই জিহাদের আগে এই বিষয়টি স্পষ্ট হতে হবে যে, জিহাদের আহবান বা নেতৃত্ব কার হবে এবং কার অধীনে জিহাদ সংঘটিত হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত বিষয় এই যে, একটি ক্ষুদ্রতম সারিয়াহ অর্থাৎ প্রহরীদলও প্রেরণ করা হয়নি নেতৃত্ব ব্যতীত। সকল জিহাদের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদের বাস্তবায়নের জন্যে ইমারত বা খিলাফতকে বাধ্যতামূলক করেছেন। এক্ষেত্রে সুন্নাহপন্থী আলেমদের মাঝে দ্বিমত আছে এমনটি আমার জানা নেই।

একথা কে বললো যে, যদি আরাকানে কোন বাহিনী যায় এ দেশ

থেকে তবে সেটা কোন প্রকার নেতৃত্ব ছাড়া যাবে? তাই এই সারিয়্যাহও ইনশাআল্লাহ কোন নেতৃত্বে যাবে বলেই মনে হয়। আর নেতৃত্ব না থাকলে উপস্থিতদের মধ্য থেকেই নেতা নির্বাচন করে ফরজ আঞ্জাম দিতে হবে।

শুধু কোন নেতা নেই, নেতা নেই বলে মাতম করাটা – জিহাদ থেকে পলায়ণপর মানসিকতাই ফুটিয়ে তুলে। ঠিক যেমনঃ জামায়াতে সালাত আদায় করার সময় আমরা মসজিদের নিয়মিত ইমাম হাজির না থাকলে ইমাম নেই, ইমাম নেই বলে মাতম করি না, বরং নিজেদের মধ্যে একজন যোগ্য ব্যক্তিকে ইমাম নির্বাচন করে সালাত আদায় করি, একইভাবে এই ব্যাপারটাও সম্পাদন করতে হবে।

উকবা বিন আমির (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিসে দেখা যায় একটি বাহিনী যুদ্ধ থেকে ফিরত আসলে রাসুল (সাঃ) তাদেরকে ভৎসনা করে বলেছিলেন ‘যখন আমি কোন ব্যক্তিকে প্রেরণ করি এবং সে আমার আদেশ পালন করতে অসমর্থ হয়, তখন তোমরা তাকে পরিবর্তন করে এমন কাউকে কেন নিয়োগ করতে পারলে না যে আমার আদেশ বাস্তবায়ন করতে পারে’। (দেখুনঃ আবু দাউদ, আহমাদ, আল হাকিম
এই হাদিসকে সহীহ বলেছেন আর আয্-যাহাবী একমত পোষণ করেছেন)

দেখা যাচ্ছে হাদিসটিতে স্বয়ং রাসুল (সাঃ) কর্তৃক নিয়োগকৃত আমীরকে পরিবর্তন করতে বলা হয়েছে যদি সে ফরজ কাজ আঞ্জাম দিতে না পারে, তাহলে যেখানে আমীরের অভাবে ফরজ আদায় করা যাচ্ছে না (যেমন আরাকানের মুসলিমদের উদ্ধারের জন্য জিহাদের আমীর) সেখানে আমীর নির্বাচন করে কাজ জারি রাখার কথা কি আবার বলে দিতে হবে? এখন দেখা যাচ্ছে, জিহাদের জন্য আমীর নির্বাচন করার কাজ বাদ দিয়ে ‘আমীর নেই’, ‘আমীর ছাড়া জিহাদ হবে না’ এ রকম কথা বলে মাতম শুরু হয়ে গেছে।

শাইখ মিয়ারা (রঃ) বলেছেনঃ ‘যদি কোন এলাকায় আমীর

অনুপস্থিত থাকে এবং মানুষ একজনকে আমীর নির্বাচিত করে তাদের কাজগুলি সহজ করার জন্য, দুর্বলকে শক্তিশালী করার জন্য এবনহ উক্ত আমীর যদি এগুলি অর্জনের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালায়, সে ক্ষেত্রে তার বিরোধিতা করা জায়েজ নেই, যা দলীল থেকে প্রমাণিত'। (দেখুনঃ ফাতহ আল আলী আল মালিক, ১/৩৮৯)

তাই আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতেও প্রয়োজনে একজন আমীর নির্বাচন করে জিহাদ পরিচালনা করা যাবে।

আর উপরুক্ত প্যারা দ্বারা ডঃ সাইফুল্লাহ যদি এটা বুঝিয়ে থাকেন যে, রাসুল (সাঃ) এর যুগে প্রতিটি যুদ্ধ তাঁর অনুমতি ক্রমে, তাঁর নির্দেশে হয়েছে তবে তা বাতিল। কারণ সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আবু বছীর (রাঃ) এর ঘটনায় দেখা যায় হুদাইবিয়ার সন্ধির পর যখন মক্কা থেকে পালিয়ে আসা সমস্ত মুসলিমদের মদীনা থেকে মক্কায় ফেরত দেওয়া হলো সে সময় আবু বছীর (রাঃ) মদীনাতে পালিয়ে আসেন।

কাফিরদের পক্ষ থেকে দুজন দূত তাকে নিতে আসলে রসুলুলাহ (সঃ) তাকে তাদের হাতে তুলে দেন। পথিমধ্যে তিনি তাদের একজনকে হত্যা করেন এবং আবার মদীনাতে ফিরে আসেন। তাকে দেখে রসুলুলাহ (সঃ) বলেন, কি আশ্চর্য ! এ তো যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে সক্ষম। যদি এর সাথে কেউ থাকতো!

এ কথা শুনে আবু বছীর (রাঃ) বুঝতে পারেন যে তাকে আবার মুশরিকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে তাই তিনি বের হয়ে পড়েন এবং সিফাল বাহর নামক এলাকাতে অবস্থান নেন। পরবর্তীতে মুসলিমরা একেরপর এক মক্কা থেকে পালিয়ে এসে আবু বছীর (রাঃ) এর সাথে মিলিত হতে থাকেন। তারা মক্কার যে কোনো ব্যাবসায়ী কাফেলার কথা শুনলে তার উপর হামলা করে তাদের হত্যা করতেন এবং তাদের সম্পদ কেড়ে নিতেন।

কুরাইশরা রসুলুলাহ (সঃ) নিকট পত্র লিখে সন্ধির উক্ত শর্তটি বতিল করার অনুরোধ জানায়।

দেখুন সহীহ বুখারী, বাবঃ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط

এখানে দেখা যাচ্ছে স্বয়ং রাসুল (সাঃ) এর উপস্থিতিতে রাসুল (সাঃ) কর্তৃক চুক্তিবদ্ধ কুরাইশদের সাথে আবু বাছীর (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবীরা যুদ্ধ করেছেন। পরবর্তীতে রাসুল (সাঃ) ঐ সাহাবীদের কাউকে ভৎসনা করেন নি। এই ঘটনাই ডঃ সাইফুল্লাহ এর দাবী খন্ডন করার জন্য যথেষ্ট।

১২

২৬ জুন ২০১২; দুপুর ১২:২৫

তালিবুল ইলম লিখেছেন : কমেন্ট -২৩

এক ব্লগারের প্রশ্নের লিখিত উত্তরে ডঃ সাইফুল্লাহ আরো বলেছেনঃ

কিন্তু মুসলিম উম্মাহ’র যদি এধরণের অবস্থা না থাকে, অর্থাৎ, উম্মাহর মাঝে আমীর বা শাসক অনুপস্থিত থাকে যার নেতৃত্বে জিহাদ করা সম্ভব হবে তাহলে উম্মাহ’র কি করণীয়, এ বিষয়েও সুন্নাহপন্থী আলেমগণ সুস্পষ্ট বক্তব্য পেশ করেছেন। এক্ষেত্রে উম্মাহ ব্যক্তিগতভাবে তাদের সামর্থ অনুযায়ী যতটুকু করা সম্ভব ততটুকু করবে। তাদের সামর্থের বাইরে গোটা উম্মাহ’র বিপর্যয় ডেকে আনে এমন কোন তৎপরতা কোন ব্যক্তির বা কোন গোষ্ঠীর করা জায়েয নেই।

প্রথমত, প্রতিরক্ষামূলক জিহাদে আমীর বা শাসক উপস্থিত থাকতে হবে এ রকম কোন কথা নেই। ডঃ সাহেবের এই কথা বাতিল। আর যদি শত্রুরা কখনো আমীর বা শাসককে ড্রোন হামলা করে হত্যা করে ফেলে, তখন ডঃ সাইফুল্লাহরা কি করবেন? আমীর নেই বলে মাতম শুরু করবেন নাকি নতুন আমীর নির্বাচন করবেন??

যদি সেই পরিস্থিতিতে আমীর নির্বাচন করে আগ্রাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায়, তাহলে আমীরের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতিতে কেন একজন আমীর নির্বাচন করে জিহাদ করা যাবে না?

আর আমীর বা শাসক বিহীন অবস্থায় এই রকম পরিস্থিতিতে 'এক্ষেত্রে উম্মাহ ব্যক্তিগতভাবে তাদের সামর্থ অনুযায়ী যতটুকু করা সম্ভব ততটুকু করবে' – তার এই কথা সলফে সালেহীনদের কে কে উল্লেখ করেছেন, কোথায় উল্লেখ করেছেন??

এই কথাটি একটি ব্যাপক কথা। সামর্থ অনুযায়ী যেভাবে ডঃ সাইফুল্লাহর জন্য হাসিনা-খালেদার কাছে আকুল আবেদন করা সম্ভব, কিংবা কারো কারো জন্য অর্থ কিংবা খাদ্য পাঠানো সম্ভব, কারো কারো জন্য হাতে যা আছে তা নিয়ে সেই জালিম বাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদ করা সম্ভব। আর কারো জন্য সবাইকে জিহাদের জন্য তাহরীদ করা সম্ভব। যা জসীম উদ্দিন রাহমানী করেছেন বলে আমরা মনে করি। হ্যা, এটা ঠিক অনেকে রিযিকের উপর ধাক্কা আসবে এই ভয়ে সবাইকে জিহাদের জন্য তাহরীদ করতে পারবে না। না পারলে অন্ততঃ বিরোধিতা করা তো অনুচিত।

আর ডঃ সাইফুল্লাহকে কে এই ধারনা দিলো যে, একদল মুসলিম এ দেশ থেকে বার্মার জালিম বৌদ্ধদের সাথে যুদ্ধ করতে গেলে গোটা মুসলিম উম্মাহর জন্য বিপর্যয় ডেকে নিয়ে আসবে। এ ধরনের চিন্তাভাবনা হাস্যকর। বার্মা কেন পুরো আমেরিকা, ন্যাটো ও তাদের আজ্ঞাবহদের সাথে আফগানিস্তানে, ইরাকে যে জিহাদ চলছে, যার ফলে আমেরিকা ও পাশ্চাত্যের অর্থনীতি পংগু প্রায়, সেই জিহাদের পরও তো ডঃ সাইফুল্লাহর মতো ব্যক্তিরা দামী, আরামদায়ক সোফায় বসে জিহাদের বিরোধিতা করে ভিডিও রিলিজ দিতে পারছেন, টিভিতে টক শো করতে পারছেন।

আর তারচেয়েও বড় কথা হলো, রাসুল (সাঃ) জিহাদ পরিত্যাগ করাকে বিপর্যয়ের কারণ, লাঞ্চনার কারণ বলেছেন। রাসুল (সাঃ) বলেছেনঃ
إذا [illegible] الناسُ ‘ َ بالدينار والدرهمِ وتـ بايـ عوا بـ الـ عـ يـ نة واتـ بـعوا أذنابَ البقر وتـ ركـ وا الجهادَ فـ ى سبيل الله أدخل اللّٰهُ عليهم ذلا لا يرفعُه عنهم حتى يـ راجعوا دينَهم (أحمد ، وابـ ن جريـ ر ، والطـ براني ، وأبـ و نـ عـ يم فـ ى الحـ لـ ية ، والـ بـ يهـ قى فـ ى شعب الإيـ مان عن ابـ ن عمر ، قـ ال المـ ناوى : وإسـ ناد أحمد حـ سن)

'যখন তোমরা দিনার ও দিরহাম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাবে, ঈনা নামক ব্যবসায় জড়িয়ে যাবে, গরুর লেজ অনুসরণ করবে আর আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা

ছেড়ে দিবে তখন আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্চনা-বিপর্যয় চাপিয়ে দিবেন। সেটা তুলে নিবেন না যতক্ষণ তোমরা তোমাদের দ্বীনে ফিরে না যাবে’। (আহমাদ, ইবনে জারির আত্ তাবারী, আবু নায়িম, আল বাইহাকি, মানাওয়ী বলেনঃ আহমদের সনদটি হাসান)

দেখা যাচ্ছে আল্লাহর রাসুল (সাঃ) জিহাদ ছেড়ে দেয়াকে লাঞ্চনার কারণ, বিপর্যয়ের কারণ বলে চিহ্নিত করেছেন আর আমাদের ডঃ সাইফুল্লাহ জিহাদ করলে উম্মাহ বিপর্যয়ে পড়ে যাবে বলে চিন্তিত। এখন আমরা আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর কথার বিপরীতে কিভাবে কোন এক ডঃ সাহেবের কথাকে বিশ্বাস করতে পারি ???

১৩

797736

২৬ জুন ২০১২; দুপুর ১২:২৭

তালিবুল ইলম লিখেছেন : কমেন্ট -২৪

এক ব্লগারের প্রশ্নের লিখিত উত্তরে ডঃ সাইফুল্লাহ আরো বলেছেনঃ

এসব মুসলিমদেরকে মুসতাদআফিন বলা হয়েছে অর্থাৎ যারা ইসলামের কারণে নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হচ্ছে কিন্তু কোনভাবে এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তিলাভ করার উপায় পাচ্ছে না। এরা নিজেদের কলাকৌশল নিজেরাই অবলম্বন করবে, এরপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে নিজেদের করুন আবেদন তুলে ধরবে। আল্লাহ তা’আলা বলেন,
অর্থ: “আর তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছ না! অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা বলছে, ‘হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের করুন এ জনপদ থেকে’ যার অধিবাসীরা যালিম এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন। আর নির্ধারণ করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী।“ (সূরা নিসা: ৭৫)

সুতরাং এ বিষয়টি স্পষ্ট যে উম্মাহ’র এ ধরণের কঠিন মুহূর্তে নির্যাতিত ও নিস্পেষিত উম্মাহকে নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যের আলোকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিজেকে মুক্ত করার জন্য সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

দুর্বল ও নির্যাতিতদের ব্যাপারে এই বিশ্বমানের আলিম ডঃ সাহেবের কথা হচ্ছে, **এরা নিজেদের কলাকৌশল নিজেরাই অবলম্বন করবে।** এটা তিনি কোথা থেকে পেলেন? এটাও কি স্বরচিত কোন তাফসির? কোন স্বরচিত ফিকহ?

সূরা নিসার ৭৫ নম্বর আয়াতের তাফসীরে আমাদের ডঃ সাহেবের দাবীকৃত কথাটি কোন তাফসীরকারক কি বলেছেন? যে **এ রকম কঠিন মুহুর্তে নির্যাতিত ও নিস্পেষিত উম্মাহকে নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যের আলোকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিজেকে মুক্ত করার জন্য সিদ্ধান্ত নিতে হবে।**

আল কোরআন, দ্বীন ইসলাম যেখানে বারংবার মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে বলেছে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে বলেছে, সেখানে কেন জানি মদীনা ইউনিভার্সিটি ফেরত ডঃ সাহেবরা শুধু উম্মাহকে আলাদা আলাদা ব্যক্তিগত আমলে ব্যস্ত রাখতে চান।

এটা ঠিক, সৌদিতে আল-সৌদ পরিবারের জুলুম ও বিভিন্ন কুফরের প্রতিবাদ করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়া সেই দেশের আইনে নিষিদ্ধ। ঐ পরিস্থিতি দেখে অভ্যস্থ হয়ে হয়তো ঐ জায়গা থেকে আসলে তারা আর উম্মাহকে একত্রে কাজ করতে বলতে পারেন না। শুধু একা একা যে যা পারেন ধরনের কথা বলতে পছন্দ করেন।

এই আয়াতে আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে নির্যাতিতদের উদ্ধারের জন্য **জিহাদ নয় বরং ক্বিতালের জন্য ডাকছেন যাতে কোন অপব্যাখ্যাকারী জিহাদ শব্দের ভুল অর্থ দিয়ে মানুষকে বসিয়ে রাখতে না পারে।** আর আমাদের ডঃ সাহেব এই আয়াত বলার পর আমাদেরকে বলছেন, এ ধরণের কঠিন মুহুর্তে নির্যাতিত ও নিস্পেষিত উম্মাহকে নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যের আলোকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিজেকে মুক্ত করার জন্য সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

এটা কোন ধরনের ফিকহ? কোথা থেকে পাওয়া তাফসীর? এটা কোন ধরনের ইলম???

আল্লহই ভালো জানেন।

১৪

২৬ জুন ২০১২; দুপুর ১২:৩০

তালিবুল ইলম লিখেছেন : কমেন্ট -২৫

এক ব্লগারের প্রশ্নের লিখিত উত্তরে ডঃ সাইফুল্লাহ আরো বলেছেনঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়সাল্লাম এর সিরাত এবং সাহাবীদের ঘটনা প্রবাহ পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে যুদ্ধ নয় বরং স্বাভাবিক কোন সফরেও আমীর ব্যতীত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়সাল্লাম সফরের অনুমোদন দেননি।

একই অপ্রাসংগিক কথার পুনরাবৃত্তি করে ডঃ সাইফুল্লাহ শুধু তার উত্তরের কলেরব বৃদ্ধি করেছেন। **কেউ তো বলেনি যে, আমীর ছাড়া জিহাদ করতে হবে। বরং আমীর না থাকলে আমীর নির্বাচন করে জিহাদ করতে হবে,** এটাই হচ্ছে কথা।

এ ব্যাপারে আমরা উপরের মন্তব্যে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

লিখিত উত্তরে ডঃ সাইফুল্লাহ আরো বলেছেনঃ

মূলত এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা নির্যাতিত জনগোষ্ঠীকে জিহাদের যে অনুমোদন দিয়েছেন সেটি জিহাদের প্রথম অনুমোদন, এ আয়াতের মাধ্যমে সর্বপ্রথম জিহাদের অনুমোদন দেয়া হয়। এটি জিহাদের কমন বা সামগ্রিক অনুমোদন নয় তবে জুলুমের কারণে মজলুম গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে শক্তি সামর্থ্য ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকলে জিহাদ করার অনুমোদন এ আয়াতের মাধ্যমে স্পষ্ট বুঝা যায়।

এটি হচ্ছে ডঃ সাহেবের নিজস্ব মনগড়া তাফসীর করার আরেকটা অপচেষ্টা। তিনি কি কোন তাফসীর কারক থেকে দেখাতে পারবেন যে, **'মজলুম গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে শক্তি সামর্থ্য ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকলে'** জিহাদ করার অনুমোদন এই আয়াতে দেয়া হয়েছে।

এটি তার ধারনা মাত্র। আর ধারনা-অনুমান সত্যের বিপরীতে কোন কাজে

আসে না। আসলে মদীনা ইউনিভার্সিটির চশমা পড়ে এখন সব আয়াতেই ডঃ সাইফুল্লাহ সাহেবরা জিহাদে নেতৃত্ব থাকার বাধ্য-বাধকতা খুঁজে পাচ্ছেন।

আমরা ইতিমধ্যে দেখিয়েছি যে, প্রতিরক্ষা মূলক জিহাদে কোন আমীর / খলিফা / শাসকের ঘোষণা কিংবা অনুমতি শর্ত নয়।

তাই একই ব্যাপার এখানে repeat করছি না।

১৫

797744

২৬ জুন ২০১২; দুপুর ১২:৩৪

তালিবুল ইলম লিখেছেন : কমেন্ট -২৫

ডঃ সাইফুল্লাহর লিখিত জবাবের ক্ষেত্রে আমাদের কথার সারমর্মঃ

মূলতঃ ২ টি শর্তের অনুপস্থিতির কারণ দেখিয়ে ডঃ সাইফুল্লাহ এই জিহাদের ডাককে **ফাওদা এবং ফিতনা** বলে অভিহিত করার অপচেষ্টা করেছেন।

প্রথমঃ উম্মাহর ঐক্যমতের ভিত্তিতে বাইয়াহ প্রাপ্ত খলিফার অনুপস্থিতি, কোথাও কোথাও আবার সেটাকে শাসক, রাস্ট্রনায়ক বলেছেন।

দ্বিতীয়তঃ এদেশের সকল আলিম-উলামা মিলে একসাথে এই জিহাদকে ফরজ বলে ঘোষণা না দেয়া।

হাস্যকর ও অভিনব প্রথম শর্তের ব্যাপারে আমরা সলফে সালেহীনদের একাধিক ইমাম (রাঃ) থেকে দেখিয়েছি যে, তারা প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ তথা যখন শত্রু মুসলিম এলাকায় আক্রমণ করে, তখন ইমামের অনুমতি কে জিহাদের শর্ত করেন নি। আর যেখানে অনুমতি নেবার প্রয়োজন নেই সেখানে ইমামের ঘোষণা কিংবা সরাসরি তার নেতৃত্বে জিহাদের তো প্রশ্নই উঠে না।

তাও আবার সাধারণ আমীর হলেও ডঃ সাইফুলাহরা সেই জিহাদকে **ফাওদা ও ফিতনা** বলবেন কারণ উম্মাহর ঐক্যমতের ভিত্তিতে বাইয়াহ প্রাপ্ত

খলিফাকে তিনি জিহাদের শর্ত হিসেবে নিয়েছেন।

আমরা দেখিয়েছি যে, আলী (রাঃ) খিলাফতের একটা পর্যায় সহ মুওলিম উম্মাহর ইতিহাসে অনেক সময় একাধিক খলিফা / আমীর ছিলেন এবং সে সময়ের জিহাদকে সালাফদের মধ্য থেকে কোন আলিমই ফাওদা কিংবা ফিতনা বলেন নি।

ডঃ সাইফুল্লাহর উত্তরে জিহাদ ফরজ হবার **আরেক অভিনব শর্ত** বের হয়ে এসেছে, তা হলো এদেশের সকল আলিম-উলামা মিলে জিহাদ ফরজ মিলে ঘোষণা দেয়া। এক পাঠকের এমন মন্তব্যকে তিনি **'আপনার এ প্রশ্ন পরিপূর্ণ সত্য ও সঠিক'** বলে উল্লেখ করে সেটাকে আরো জোরদার করেছেন। ইসলামের ইতিহাসে কোন আলিম কি জিহাদ ফরজ হবার চিহ্ন হিসেবে এ রকম আলিমদের ঐক্যমতের কোন ফতোয়াকে উল্লেখ করেছেন??? কি অভিনব এক ফতোয়া???

তদপুরি এ দেশের আলিম সমাজের অবস্থা যখন এই যে, এক দল আলিম **'উলামা লীগ'** নাম দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ ও ইসলামী শারীয়াতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী মূলনীতি সহ এক দলের সাথে আর আরেক দল **'উলামা দল'** নামে অনৈসলামিক বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী ও অসংখ্য অনৈসলামিক মূলনীতি সহ আরেক দলের সাথে যুগ যুগ ধরে লেজুড়বৃত্তি করে যাচ্ছে, **যখন এদেশের আলেম সমাজ এক জোট হয়ে এই ঘোষণা দিতে পারছে না যে, বাংলাদেশে ইসলামী শারীয়াত হতে হবে একমাত্র আইনের উৎস, বর্তমানে প্রচলিত আইন-ব্যবস্থা কুফর এবং তা বাতিল**, সেখানে জিহাদের মতো এক ইবাদাতের ব্যাপারে সব আলিম একমত পোষণ করবে, এমন ধারনা ডঃ সাইফুল্লাহর মতো বিশ্বমানের আলিমই করতে পারবেন, কোন common sense এর অধিকারী কেউ করতে পারবে না !!!

তাই আমরা বলবো, ডঃ সাইফুল্লাহ যেভাবে আমার জানামতে, আমার জানামতে, কথাগুলো বলে কিংবা **'এক্ষেত্রে সুন্নাহপন্থী আলেমদের মাঝে দ্বিমত আছে এমনটি আমার জানা নেই'** এমন ঘোষণা বার বার দিয়ে, এটা বুঝাতে চেয়েছেন যে, যেহেতু উনার জানা নেই, তাই সেই ব্যাপারটার অস্তিত্ব নেই, বাস্তবে সেটা না।

বরং জিহাদের ফিকহের ব্যাপারে পর্যাপ্ত জ্ঞান না রেখে এ রকম উক্তি বারংবার উল্লেখ করে তিনি নিজেকে হাস্যস্পদ করেছেন।

আর জিহাদের ফিকহ না জানলে যে আলেম হিসেবে তার অবস্থান অনেক ছোট হয়ে যাবে এমনও না। আল্লাহ তো সকল ফিকহের ব্যাপারে পন্ডিত হতে কাউকে বাধ্য করেন নি। বরং **ইমাম মালিক (রঃ) স্বয়ং অনেক প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, 'আমি জানি না'।** কোন কোন সলফে সালেহীন বলেছেন, **'আমি জানি না হচ্ছে ইলমের অর্ধেক'।**

তাই জিহাদের ফিকহের ব্যাপারে বিস্তারিত না জানলে চুপ থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। না জেনে কথা বললে, মানুষকে ভুল তথ্য দেয়ার দায় নিতে হবে।

ইনশাআল্লাহ, আমরা অচিরেই তার ভিডিও রিলিজ Message from Dr Muhammad Saifullah এর ব্যাপারে আমাদের মন্তব্য পাঠকদের অবগতির জন্য তুলে ধরবো।

১৬

797745

২৬ জুন ২০১২; দুপুর ১২:৩৬

তালিবুল ইলম লিখেছেন : **এই পোষ্টে যা যা আছেঃ**

- লোনার নামক জিহাদ বিদ্বেষী এর পোষ্ট এর উপর আলোচনা।

- লোনার এর মেন্টর ডঃ সাইফুল্লাহর লিখিত প্রশ্নের উত্তরের উপর সাধারণ আলোচনা।

- আমাকে ব্লক করার পর লোনার এর দেয়া মন্তব্যের উপর আলোচনা।

- কমেন্ট ১-২ – লোনার কর্তৃক কিছু মিথ্যাচারের ব্যাপারে আলোচনা।

- কমেন্ট – ৩ - ডঃ সাইফুল্লাহর ভিডিও রেকর্ডিং এর স্বরুপ উন্মোচন।

- কমেন্ট -৭ – মনপবন নামক আরেক জিহাদ বিদ্বেষী এর আপত্তিজনক

কথার জবাব।

- কমেন্ট – ১১ – লোনারের মেন্টর ডঃ সাইফুল্লাহ কর্তৃক জসীম উদ্দিন রাহমানীর উপর আরোপকৃত কিছু অপবাদের জবাব।

- কমেন্ট – ১২ - ১৩ – জিহাদের শর্ত হিসেবে ডঃ সাইফুল্লাহ কর্তৃক আরোপিত হাস্যকর শর্ত ‘একক বাইয়াহপ্রাপ্ত খলিফা’ এর জবাব।

- কমেন্ট -১৪ – ডঃ সাইফুল্লাহ কর্তৃক ব্যবহৃত ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) এর উক্তি এর ভুল প্রয়োগের উপর আলোচনা।

- কমেন্ট – ১৫ – ডঃ সাইফুল্লাহ কর্তৃক একটি আয়াতের ভুল ব্যাখ্যার অপনোদন।

- কমেন্ট – ১৬ – ডঃ সাইফুল্লাহ কর্তৃক ‘সকল আলিম বর্তমান জিহাদে একমত হয়ে ফতোয়া প্রদানের প্রয়োজনীয়তা’ সংক্রান্ত হাস্যকর ধারনার জবাব।

- কমেন্ট – ১৭ – ডঃ সাইফুল্লাহ কর্তৃক জিহাদকে দিকে আহবানকে ধ্বংশ ও বিপর্যয়ের দিকে আহবান বলে উল্লেখ করা কথার জবাব।

- কমেন্ট ১৮ – ২১ – islamqa.com এর http://www.islam-qa.com/en/ref/69746/Jihad%20without%20Imam পাতায় জিহাদে আমীরের অনুমতির শর্ত নিয়ে প্রশ্ন-উত্তর সংক্রান্ত আলোচনা।

- কমেন্ট ২২ – জিহাদে আমীর সংক্রান্ত আরো কিছু সন্দেহের নিরসন।

- কমেন্ট ২৩ – ডঃ সাইফুল্লাহ কর্তৃক আমীর বিহীন অবস্থায় করণীয় ও জিহাদকে বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা কথার জবাব।

- কমেন্ট ২৪ - নির্যাতিত ও নিস্পেষিত উম্মাহকে নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যের আলোকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিজেকে মুক্ত করতে হবে – এই কথার জবাব।

- কমেন্ট ২৭ – ডঃ সাইফুল্লাহর লিখিত জবাবের ক্ষেত্রে আমাদের কথার

সারমর্ম।

১৭

797819

২৬ জুন ২০১২; দুপুর ০১:২২

বাংলা প্রতিদিন লিখেছেন : ভালো বলেছেন।

২৬ জুন ২০১২; দুপুর ০২:২৯

790222

তালিবুল ইলম লিখেছেন : আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

১৮

797862

২৬ জুন ২০১২; দুপুর ০২:০২

Srshafiqbd লিখেছেন : অনেক ধন্যবাদ

২৬ জুন ২০১২; দুপুর ০৩:৪০

790279

তালিবুল ইলম লিখেছেন : জাযাকাল্লাহু খাইরান।

১৯

798099

২৬ জুন ২০১২; বিকেল ০৪:৫৪

আল হারিরি লিখেছেন : আপনার মত ব্লগারদের এখন বড় প্রয়োজন,লেখার জন্য ধন্যবাদ

http://www.darulirshad.blogspot.com

২৬ জুন ২০১২; বিকেল ০৪:৫৭

790381

তালিবুল ইলম লিখেছেন : আল্লাহর দ্বীনকে বিকৃতিকারীদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

জাযাকাল্লাহু খাইরান।

২৬ জুন ২০১২; বিকেল ০৫:২৬

790431

তালিবুল ইলম লিখেছেন : আলহামদুলিল্লাহ, আপনার সাইট দেখলাম।

বেশ সুন্দর।

২০

798215

২৬ জুন ২০১২; সন্ধ্যা ০৬:২২

মোহাম্মদ মামুন রশীদ লিখেছেন : এইসব তথাকথিত আলেমদের কথা ছেড়ে দিন। জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে, তা কেউ বন্ধ করতে পারবে না, মুজাহিদরা কোন দোষারোপকারীর দোষারোপের পরোয়া করবে না, তাদেরকে কেউ ক্ষতি করতে পারবে না।

রাসূল (সঃ) বলেছে, এমন একটি সময় আসবে যখন জমিনের উপরে ও আকাশের নীচে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীব হবে একদল আলেম। সে সময় এসে গেছে বলে মনে হচ্ছে।

একদল আলেম প্রচুর পড়াশোনা করেও স জেনেও নিফাকের কারনে বিরোধিতা করে, আরেকদল কাফেরদের পা চাটতে ব্যস্ত আর আরেকদল পুঁথিদত বিদ্যা থাকা সত্ত্বেও তাদের জ্ঞান তাদের কণ্ঠনালীর চাইতে নীচে নামেনি। তাদের বোঝানোর জন্য আপনি মাথা ঠুকে মরে গেলেও তারা বুঝবে না অথবা বুঝেও না বোঝার ভান করবে, তাদের মামলা আল্লাহ'র আদালতে ব্যস্ত করে দিন, তিনিই সর্বোৎকৃষ্ট বিচারক।

২৬ জুন ২০১২; সন্ধ্যা ০৭:৩৬

790545

তালিবুল ইলম লিখেছেন : সত্য কথা বলেছেন।

তারপরও যাতে কারো কোন সন্দেহ না থাকে সেজন্য আমাদেরকে ইলমের মাধ্যমে সবাইকে সত্য বুঝতে সাহায্য করতে হবে।

জাযাকাল্লাহু খাইরান।

২১

২৬ জুন ২০১২; সন্ধ্যা ০৬:৫১

মৌলবাদি লিখেছেন : খুবই গুরুত্বপূর্ণ , সমসাময়িক এবং মুমিন বিবেক কে নাড়া দেয়ার মত একটি পোস্ট। পড়ে খুবই ভালো লাগলো। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে ইসলামের সঠিক বুঝ দান করুন এবং সে অনুযায়ী আমল করার তাউফিক দান করুন। (আমীন)

২৬ জুন ২০১২; সন্ধ্যা ০৭:৩৬

তালিবুল ইলম লিখেছেন : জাযাকাল্লাহু খাইরান।

আমীন।

২২

২৭ জুন ২০১২; রাত ১২:৫২

মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম লিখেছেন : আলোচিত পোস্ট প্রথম দিনই দেখেছিলাম । আপনাকে ব্লক করা ঠিক হয়নি বলে মনে করি ।

তবে আমি মনে করি, সময় ক্রমাগত বেরহম হয়ে যাচ্ছে । তাই অনেক সময় আমাদের পরিচিত ও অপরিহার্য লোকদেরও এই দুর্দিনে অপরিচিত ও হৃদয় হতে মুছে ফেলা লোক বলে মনে হবে ।

জাজাকাল্লাহ !

২৭ জুন ২০১২; রাত ০৪:৫৪

তালিবুল ইলম লিখেছেন : অসময়ে বন্ধু চিনা যায়।

জাযাকাল্লাহু খাইরান।

২৩

২৭ জুন ২০১২; সকাল ০৫:৫৬

পন্ডিত আবু বকর লিখেছেন : আমরা ধর্ম ব্যবসায়ি জালিমদের হাত থেকে মুক্তি কি পাবনা

২৭ জুন ২০১২; বিকেল ০৫:০২

791236

তালিবুল ইলম লিখেছেন : এই আলিম ধর্ম ব্যবসায়ী সেটা হয়তো আমরা বলবো না, তবে সৌদি ব্রেইন ওয়াসিং এর শিকাড় তা তো বলাই যায়।

২৪

798826

২৭ জুন ২০১২; দুপুর ১২:১৭

জুমার_খুতবা লিখেছেন : বাংলাদেশ এ এত মসজিদ তারপরও গত জুমার দিনে এমন কোন খুৎবা পাইলাম না , যা উম্মার জন্য পথ নির্দেশনা হতে পারে। যাক এই পোস্ট খুৎবার অভাব অনেকখানি পুরুন করেছে। জাযাকাল্লাহু খাইরান।

২৭ জুন ২০১২; বিকেল ০৫:০৩

791237

তালিবুল ইলম লিখেছেন : হক্ব কথা বলে খুতবা দিবে, এটা সবাই পারে না।

বারাক আল্লাহু ফি কা।

মন্তব্য লিখতে লগইন করুন